CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-10 ■ 14 October, 2025 ■ আগরতলা ১৪ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ২৭ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভোট চুরি তদন্তের দাবি খারিজ করল সুপ্রিমকোর্ট

কমিশনে যাওয়ার পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর ।। সুপ্রিম কোর্ট কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 'ভোট চুরি' অভিযোগের তদন্তে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠনের দাবিতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলাটি খারিজ করে দিল। বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, এই অভিযোগ নিয়ে আবেদনকারী নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হতে পারেন। অ্যাডভোকেট রোহিত পাণ্ডে এই মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলায় দাবি করা হয়, রাহুল গান্ধী গত ৭ আগস্ট এক সাংবাদিক বৈঠকে ভোট চুরির বড় অভিযোগ তোলেন এবং বলেন, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের 'ষড়যন্ত্রে' এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। রাহুল গান্ধী ওই দিন কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্রের মহাদেবপুরা বিধানসভা সেগমেন্টের উদাহরণ দিয়ে জানান, সেখানে ১ লক্ষেরও বেশি ভুয়ো ভোটার রয়েছে। তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী, ওই কেন্দ্রে ১১,৯৬৫ জন ডুপ্লিকেট ভোটার, ৪০,০০৯ জন ভুয়ো বা অবৈধ ঠিকানার ভোটার, ১০,৪৫২ জন 'বাল্ক ভোটার', ৪,১৩২ জনের অস্বচ্ছ বা ভুল ছবি যুক্ত ভোটার এবং ৩৩,৬৯২ জন ফর্ম ৬-এর অপব্যবহার করে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তিনি একই ধরনের অভিযোগ মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানাতেও তুলেছেন, যেখানে সম্প্রতি কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে। রাহুল গান্ধীর অভিযোগের পর, নির্বাচন কমিশনের একাধিক রাজ্য ইউনিট তাঁকে শপথনামা দিয়ে তথ্য জমা দিতে বলে। কমিশন জানায়, ভুল তথ্য দিলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র ২২৭ ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকেরা জানান, কংগ্রেস কোনো রাজ্যেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকার বিরুদ্ধে দাবি বা আপিল করেনি।

তাঁরা রাহুল গান্ধীকে মনে করিয়ে দেন, তিনি ২০০৪ সাল থেকে লোকসভা সদস্য এবং জানেন যে নির্বাচনের ফল চ্যালেঞ্জ করতে হলে হাই কোর্টে নির্বাচনী মামলা দায়ের করতে হয়, সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ তুলে নয়।

পতিছড়িতে আক্রান্ত পার্টি অফিস পরিদর্শন বিজেপি সরকার দেশের ইতিহাসকে পরিবর্তন করতে চায় জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ অক্টোবর।। আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার দেশের ইতিহাসকে পরিবর্তন করতে চায়। কারণ, তাঁরা বর্বর। আজ পতিছড়িতে দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত পার্টি অফিস পরিদর্শনে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলপন, গতকাল সিপিআইএম ৩৮তম বীরচন্দ্র মনু শহীদান দিবস পালন করেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। দলীয়ভাবে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পতিছড়িতেও তেমনই এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আর সেই সময়েই বিজেপি মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিকারীরা সেখানে চড়াও হয় বলে দাবি করেন তিনি।

শ্রী চৌধুরী বলেন, ১৯৮৮ সালে জোট সরকারের আমলে ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসে প্রাণ দিয়েছিলেন ১৩ জন শহীদ। সেই সময় রাজ্যে বিজেপি বলে কিছু ছিল না। তাহলে আজ বিজেপি যখন সরকারে তখন কেন শহীদান দিবসে হামলা চালানো হলো? এর পেছনে উদ্দেশ্য কী প্রশ্ন তোলেন তিনি। এদিন তিনি কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার ☛৫ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

ডিএ ব্যবধান কমাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর।। আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই বৈঠকের সময়ে এক্সটার্নালি এইডেড প্রজেক্টগুলির (ইএপিএস) সিলিং লিমিট বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব তুলে ধরেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা নগরোন্নয়ন দপ্তর, পর্যটন দপ্তর এবং আগরতলা পুর নিগমের অধীনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বর্তমানে চলমানন সিলিং বিধিনিষেধের কারণে অগ্রগতির অপেক্ষায় রয়েছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স (ডিএ) ব্যবধান হ্রাস করার জন্য অতিরিক্ত তহবিল বরাদ্দের বিষয়ে বিবেচনা করতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সাংগঠনিক বৈঠক বিএল সন্তোষের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর।। দিল্লিতে বিজেপি সদর দপ্তরে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

বৈঠকে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং আগামী দিনের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে অমরপুরে রিয়াং সমাজের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৩ অক্টোবর।। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার সাম্প্রতিক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার অমরপুরে রিয়াং সমাজের ব্যানারে শরিক সমর্থিতরা এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করেন। মিছিলটি শুরু হয় অমর পুর মঙ্গলচণ্ডী মাঠ থেকে, পরে অমরপুর বাজার হয়ে অমর সাগরের পশ্চিম পার ঘুরে চণ্ডিবাড়ি মাঠে গিয়ে শেষ হয়। এদিনের মিছিল ঘিরে এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ প্রশাসন অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত ৮ অক্টোবর শান্তিরবাজার মহকুমার বগাফা এলাকায় আয়োজিত হজাগিরি উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন "রিয়াং অংশের মানুষ বাংলাদেশ চট্টগ্রাম থেকে এসে ত্রিপুরায় বসবাস করছে।" এই ☛৫ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনে বিজেপিকে একটিও আসন ছাড়বে না মথা ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ অক্টোবর।। আগামী এডিসি নির্বাচনে বিজেপিকে একটি আসন ছাড়া হবে না। উপজাতীয় পরিষদে কোনো জাতীয় দলকে স্থান দেওয়া হবে না। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এক যোগদান অনুষ্ঠানে স্পষ্ট ভাষায় একথা বলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১,২০০ জন কর্মী, যাদের অধিকাংশই বিজেপির প্রাক্তন সদস্য, তারা তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেন।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা বলেন, যদি কেউ শুধু অর্থ আর খ্যাতি অর্জন করতে চায়, তবে জাতীয় রাজনৈতিক দলই তার সহজ রাস্তা। কিন্তু যারা আগামী প্রজন্মের উন্নতির জন্য রাজনীতি করতে এসেছে, তাদের জন্য জাতীয় দল কখনো তিপ্রাসাদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে না।

তিনি আরো বলেন, তিপ্রা মথা পার্টির মূল লক্ষ্য হল আগামীতে রাজ্যে একজন জনজাতি মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা এবং রাজ্যের জনজাতি স্বার্থ রক্ষা করা। কেননা জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য সবসময় কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। রাজ্যে জনজাতি মুখ্যমন্ত্রী থাকলে জনজাতিদের হিতে বিভিন্ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে দাবি করেন তিনি। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা বলেন, বিজেপি, কংগ্রেস কিংবা সিপিএম কোনো জাতীয় দলই তিপ্রাসার অধিকার নিয়ে কখনও লড়েনি। তারা একজন ☛৫ এর পাতায় দেখুন

চাঁদার জন্য কুমারঘাটে ব্যবসায়ীর উপর হামলার অভিযোগ, উত্তপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ অক্টোবর।। প্রতিবারের মতো এবারও বিতর্কে জড়ালো ধর্মনগর বয়েজ ক্লাবের নাম। কালীপূজার চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে এক ব্যবসায়ীর ওপর হামলার ঘটনায় ফের সরগরম ধর্মনগর।

আজ সকাল আনুমানিক ৯টার সময় ধর্মনগর ট্রেজারি অফিসের সামনে কুমারঘাটের ব্যবসায়ী তপন দেবকে কিছু বয়েজ ক্লাব সদস্য ঘিরে ধরে মারধর করে বলে অভিযোগ। পরে তাকে ক্লাবে নিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা আটকে রাখা হয় এবং তার মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। যদিও পরে ফোনটি ফেরত দেওয়া হয়, তবে তাকে হুমকি দেওয়া হয় যে নির্দিষ্ট টাকা না দিলে বাড়ি ফিরতে পারবে না। তপন দেব জানান, তিনি পুরো ঘটনার বিষয়ে কুমারঘাটের প্রাক্তন ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে ১৬ কোটির ইয়াবা উদ্ধার, আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ অক্টোবর।। ত্রিপুরা-বাংলাদেশের সীমান্তে আবারও বড় সাফল্য পেল বিএসএফ। নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো-এর আগরতলা শাখার সঙ্গে যৌথ অভিযানে উদ্ধার হলো প্রায় ১৬ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট। ঘটনায় এক মহিলাকে আটক করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

ঘটনাটি ঘটেছে ১২ ও ১৩ অক্টোবর, এর মধ্যরাতে সিপাহিজলা জেলার বক্সনগর সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিএসএফ ও এনসিবি-র একটি বিশেষ দল যৌথভাবে অভিযান চালায়। সূত্রের ভিত্তিতে জানা যায়, মধ্য বক্সনগর এলাকার বাসিন্দা অমল হুসেনের স্ত্রী লিপিয়ারা খাতুন (৩৩) নামে এক মহিলার বাড়িতে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট মজুদ করা হয়েছে।

রাত ১১টা ১০ মিনিট থেকে রাত ২টা পর্যন্ত টানা তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। বাড়ির ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বেতন না পাওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে রেগা কর্মচারীদের, ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া / তেলিয়ামুড়া, ১৩ অক্টোবর।। দুর্গাপূজার আনন্দ শেষ হলেও এখনো বেতন না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে রাজ্যের রেগার কর্মচারীরা। অভিযোগ, রাজ্যের অন্যান্য সরকারি দপ্তরের কর্মচারীরা যেখানে সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ তারিখের মধ্যেই বেতন পেয়েছেন, সেখানে রেগার কর্মচারীরা এখনো বঞ্চিত রয়েছেন।

আজ সোনামুড়া মহকুমার নলছর আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন পঞ্চায়েতের মোট ৫৪ জন রেগার কর্মচারী ব্লকের ভিডিওর কাছে একটি ডেপুটেশন প্রদান করেন। তাঁরা অবিলম্বে বেতন প্রদানের দাবি জানান।

উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন যে দুর্গাপূজার আগে ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সকল সরকারি দপ্তরের কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা হবে। কিন্তু রেগার কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। অভিযোগ, রেগার কর্মচারীরা প্রতিনিয়ত মাঠ পর্যায়ে থেকে সরকারি প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করেন, অথচ তাঁদের ক্ষেত্রেই এই বেতন বৈষম্য তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন বেতন না পেয়ে তাঁরা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন।

ডেপুটেশন শেষে নলছর ব্লক সেলস কমিটির সেক্রেটারি লিটন দেবনাথ সংবাদমাধ্যমকে জানান, আমরা দিন-রাত পরিশ্রম করে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন করি। অথচ বারবার বেতন বঞ্চনার শিকার হচ্ছি। সরকার যেন অবিলম্বে বেতনের ব্যবস্থা করে।

তিনি আরও জানান, পুজোর সময় অন্যান্য কর্মচারীরা যেখানে আনন্দে দিন কাটিয়েছেন, সেখানে রেগার কর্মচারীদের মধ্যে ছিল হতাশা ও ক্ষোভ। এদিকে, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি রাজ্য সরকারের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলা অভিযুক্তকে আদালতে প্রেরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ অক্টোবর।। উত্তর জেলার পানিসাগর এলাকায় সম্প্রতি ঘটে গেছে এক হৃদয়বিদারক এবং নৃশংস ঘটনা, যা না শুধুমাত্র রাজ্যবাসীকে, বরং সমগ্র সমাজকে স্তম্ভিত করেছে। নিজের ১৪ মাসের নাতনিকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে অভিযুক্ত দাদুকে আজ ধর্মনগর জেলা দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি অংশুমান দেববর্মা না থাকায় বিচারের দায়িত্বে ছিলেন বিচার পতি অভিজিৎ দে। ওই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার সাব ইন্সপেক্টর শিবু রঞ্জন দে তিনদিনের রিমান্ডের আবেদন জানায় আদালতে। তবে অভিযুক্ত জয়নাল উদ্দিনকে পানিসাগর থানার হাতে না ☛৫ এর পাতায় দেখুন

প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যগুরু পদ্মিনী চক্রবর্তীর প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ অক্টোবর।। রাজ্যের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যগুরু পদ্মিনী চক্রবর্তীর প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, "ত্রিপুরার সংস্কৃতির অঙ্গনে পদ্মিনী চক্রবর্তীর নিষ্ঠা, সৃজনশীল প্রতিভা ও অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৪ অক্টোবর, ২০২৫ ইং
২৭ আশ্বিন, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কর্মসংকোচন হতাশা বাড়াইতেছে

কর্মসংস্থানের অভাব যুব সমাজকে বিপদে পরিচালিত করিতেছে। একদিকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে যুবক-যুবতীরা নেশায় আচ্ছন্ন হইতেছে। অন্যদিকে আত্মহত্যার প্রবণতা ও বাড়িতেছে।। এই ভয়ংকর প্রবণতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরো অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলিয়া দিবে তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না। এই ভয়ংকর পরিস্থিতি হইতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও বর্তমান প্রজন্মকে রক্ষা করিতে হইবে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে আরো বেশি করিয়া কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সৌজন্যে সারা বিশ্বেই যেভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পাইতেছে তাহাতে যুবসমাজ বিভ্রান্ত হইতেছে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পর্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে কর্ম বিমুখ করিয়া তুলিতেছে। এইভাবে চলিতে থাকিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চরম অনিশ্চয়তায় পড়িবে।আত্মহত্যা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এক ভয়ংকর ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। ছাত্র জীবন হইতে শুরু করিয়া কর্মজীবন সর্বত্রই হতাশা দানা বাধিতেছে। চাহিদার ক্রমবর্ধমান চাপ একসময় ভয়ংকর বিপদ ডাকিয়া আনে। প্রতিযোগিতার ইদর দৌড়ে সাফল্য না আসিলে হতাশাগ্রস্থ হইয়া ছাত্ররা পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বাঁচিয়া নিতেছে। এই সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। শুধু ছাত্ররাই নয় যুবসমাজ কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশা গ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যার পথ বাছিয়া নিতেছে।ভারতে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার বার্ষিক হারের বৃদ্ধি ছাপাইয়া গিয়াছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও। 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর' পরিসংখ্যান দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছে— 'পড়ুয়াদের আত্মহত্যা: ভারতে মহামারীর আকার নিয়াছে'। এই সংক্রান্ত রিপোর্টও তাহারা বার্ষিক আইসিথ্রি সম্মেলনে সামনে আনিয়াছে। একদিকে দেখা গিয়াছে, সামগ্রিক আত্মহত্যা যেখানে বছরে ২ শতাংশ হারে বাড়িয়াছে, সেখানে পড়ুয়া আত্মহত্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশ! এর মধ্যে অনেক মৃত্যুর খবরই গণচক্ষুর সামনে আসে না।২০২২ সালে মোট পড়ুয়া আত্মহত্যার ৫৩ শতাংশ ছিল পুরুষ ছাত্র। আবার ২০২১-'২২ সালের মধ্যেই পুরুষ পড়ুয়ার আত্মহত্যা কমিয়া ৬ শতাংশ। অন্যদিকে, মহিলা পড়ুয়াদের আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়াছে ৭ শতাংশ! আত্মঘাতী পড়ুয়ার এক-তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর। গত এক দশকে ছাত্র আত্মহত্যার হার ৫০ শতাংশ, ছাত্রী আত্মহত্যার হার বাড়িয়াছে ৬১ শতাংশ।কেন এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতি? প্রথমত, নিউক্লিয়ার পরিবারে বহু পড়ুয়াই একমাত্র সন্তান হওয়ার সুবাদে বাবা-মা'র যাবতীয় মনোযোগ, আগ্রহ ও আদর-আহ্লাদের কেন্দ্রে থাকে। ফলে চাহিদা বাড়ে, উচ্চাশা তৈরি হয়। প্রতিকূলতার সামনে কীভাবে লড়িতে হয়, পারিবারিক স্নেহের ঘেরাটোপে তাহা থেকে যায় অজানা। এরপর বাস্তব জীবনের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইয়া অনেকেই তাই খেই হারাইয়া ফেলে। বিশেষত, প্রতিযোগিতার বাজারে যখন কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসে না, তখন হতাশা সহজেই গ্রাস করে তাহাদের। অধিকন্তু, তাহারা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। চট করিয়া চরম সিদ্ধান্ত নিয়া ফেলে। ছোট থেকে নানা অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া নিয়া চলিতে শেখাটাও তাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত, লেখাপড়ার অতিরিক্ত চাপ অনেক সময় পড়ুয়াদের অবসাদগ্রস্ত করিয়া তোলে। তৃতীয়ত, বাবা-মায়ের কাছে এখন আর ছেলেমেয়ে আলাদা নয়। অর্থ ব্যয় করিয়া সন্তানের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা বাবা-মা চান, তাহারা দ্রুত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে। কিন্তু সাফল্যের পাশেই যে ব্যর্থতার সম্ভাবনাও লুকাইয়া থাকে, তাহারা ভুলিয়া যান। নিজের জীবনের অপ্রাপ্তির বোঝা চালাইয়া দেন সন্তানের উপর। যাহার মূল্য সন্তানরা অনেক সময় জীবন দিয়া শোধ করে। সন্তানকে চিরতরে হারাইয়া ফেলিবার আগে তাহাদের সাফল্যের মতো তাহাদের ব্যর্থতাগুলোকেও বাবা-মায়ের ভালবাসতে শিখিতে হইবে।পাশাপাশি ওয়াকিবহাল হইতে হইবে পড়ুয়া-মনের অন্ধিসন্ধি সম্পর্কে। বুঝিতে হইবে, কোন বিষয়ে, কেন তাহাদের মনে 'ট্রমা' তৈরি হইতেছে। কেনই-বা আমরা তাহাদের 'ট্রিগার পয়েন্ট' চিনিতে ও বুঝিতে ব্যর্থ হইতেছি। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পার্শচাপ থাকিবেই। তাহা বলিয়া আত্মহননকে সমাধান-সূত্র হইতে দেওয়া যায় না।

আগরতলার শকুন্তলা রোডে অবস্থিত আয়তরমা মার্কেট কার্য্যত অচল অবস্থায়, হঠাৎ পরিদর্শনে গেলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: দীর্ঘদিন ধরে আগরতলার শকুন্তলা রোডে অবস্থিত আয়তরমা মার্কেট কার্য্যত অচল অবস্থায় পড়ে আছে। ৩৯টি দোকানের মধ্যে মাত্র ৩টি দোকান বর্তমানে চালু রয়েছে, বাকিগুলি দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ। এই অচলাবস্থার কারণ ও বাস্তব পরিস্থিতি জানতে সোমবার সন্ধ্যায় হঠাৎই মার্কেটে পৌঁছান জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা দোকানগুলো ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় দোকানদারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। তিনি জানতে চান কেন এতদিন ধরে দোকানগুলো বন্ধ রয়েছে এবং এর পেছনে প্রশাসনিক বা অবকাঠামোগত কোনো সমস্যা আছে কি না।

মন্ত্রী বলেন, "এই মার্কেটটি একসময় জনজাতি সমাজের নারীদের আত্মনির্ভরতার প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু এখন অধিকাংশ দোকান বন্ধ থাকায় এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। আমরা দ্রুত উদ্যোগ নেব, বন্ধ দোকানগুলো সংস্কার করে মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনরায় বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে।"

পরিদর্শনকালে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নির্দেশ দেন যাতে দোকানগুলির অবস্থা দ্রুত পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তিনি আরও জানান, সরকার চাইছে এই মার্কেটটি আবারও প্রাণ ফিরে পাক এবং স্থানীয় নারীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করুক।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার এই আকস্মিক পরিদর্শনে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। বহু বছর পর সরকারি উদ্যোগে বাজারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশার আলো দেখছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ।

হাস্য কৌতুকে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ

জোবায়ের আলী জুয়েল

রবীন্দ্রনাথের রসবোধ ছিল অতি উচ্চমানের। রবীন্দ্রনাথ হাস্য কৌতুক খুব ভালোবাসতেন। সাহিত্যের একটা বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাস্য-কৌতুক। শুধু সাহিত্যেই বা বলি কেন? ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনে আলাপ আলোচনায়ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হাস্য রসের নিপুন কারিগর। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি দিপ্ত কৌতুক ছিল অতি উচ্চমানের। তিনি শুধু কবি সম্রাট ছিলেন না, ছিলেন হাস্য রস-সম্রাটও। সেটা সাহিত্যে যেমন, ব্যক্তি জীবনেও তেমনি। তবে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ ও হাস্য রস ছিল মার্জিত, সুক্ষভ, সহজ-সরল আনন্দ। এই প্রবন্ধে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের প্রায় অর্ধ শতাধিক হাস্য কৌতুক তুলে ধরা হলো-

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সে আমলে একজন বিখ্যাত নামকরা সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। তাঁর নাকের নিচে গোঁফ জোড়াটি ছিল বিরাট বড় ও সুন্দর। প্রচুর ভক্ত শ্রোতা, খুব নাম ডাক তাঁর। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতেই একবার বসেছে তাঁর বিখ্যাত গানের জলসা। রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন সেই আসরে তাঁর একজন ভক্ত শ্রোতা হিসেবে। গোপেশ্বর বাবু গান শুরু করলেন। এবার শ্রোতারা ধরলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একখানা গান গাইতে হবে। তা' না হলে তাঁর নিস্তার নেই। কবি অগত্যা রাজী হলেন, হাসি মুখে বলতে লাগলেন- গোপেশ্বরের পর কি এবার দাড়িশ্বরের পালা?

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তি নিকেতনে অবস্থান করছিলেন। কি ব্যাপারে যেন একটা সভা বসেছে শান্তি নিকেতনে। সভার শুরুতে যে ঘরটিতে সভা বসেছে তাঁর সম্বন্ধে কেউ কেউ আলাপ করছিলেন ঘরটি বেশ জাঁক জমক ও সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ বল উঠলেন এ ঘরটিতে একটা বাঁ-দোর আছে। কবির কথা শুনে ঘর শুদ্ধ লোক একেবারে হতবাক, এ'ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অবস্থা দেখে মুচকি হেসে ফেললেন। বললেন, বাঁদর নয়, আমি বাঁ-দোরের কথা বলছি। দেখছো না ঘরটির ডান দিকে একটা দরজা ও বাঁ দিকেও একটা দরজা রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ এক গ্রামে গেছেন বেড়াতে। আপ্যায়নের মহা আয়োজন। খাওয়ার দাওয়াত পড়লো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বহু আইটেম দিয়ে গৃহস্বামী খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কবি বসলেন খেতে। সঙ্গে আছেন শান্তি নিকেতনের ক্ষিতি মোহন সেন শাস্ত্রী। গৃহস্বামী নিজে পরিবেশন করছেন। শাস্ত্রী মশাই ডিম খেতে গিয়েই বুঝলেন ডিমটা পচাঁ। কী করবেন আড় চোখে দেখছিলেন কবি কী করেন। কবিও ডিমটা পচাঁ বলে বুঝলেন। বুঝেও তিনি ডিমটা ভাতের সঙ্গে মুখে দিয়ে দিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় পড়লেন মহা বিপদে, পচাঁ ডিম তিনি খাবেন কি করে? গুরুর দেখা দেখি অগত্যা ওই পচাঁ ডিমটাই তাকে গিলতে হলো। কিন্তু তাঁর পেট টা তৎক্ষণাৎ প্রমাদ গনলো। সেই পচাঁ ডিমটা একমূহুর্তও সহ্য করলোনা, শাস্ত্রী মশাই সঙ্গে সঙ্গেই করলেন বমি। পরবর্তীতে সুযোগ পেয়ে কবিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই পচাঁ ডিমটা হজম করলেন কী করে? আমি তো খেয়েই বমি। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন- "আমি তো পচাঁ ডিম খাই নি তাই বমিও করিনি"। শাস্ত্রী মশাই অবাক হয়ে বললেন সে' কী কথা, আমি স্বচক্ষে দেখলুম ডিমটা আপনি মুখে দিলেন। কবি উত্তরে বললেন- "আমিও কি সেই ডিম খেয়েছি নাকি? আমি আমার সাদা দাড়ির ভেতর দিয়ে ডিম চাপকানের মধ্যে চালান করে দিয়েছি। এখন মানে মানে বাড়ী ফিরতে পারলেই বাঁচি।"

এক সাহিত্য সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন, সেই সভায় সাহিত্যিক বনফুল অর্থাৎ বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় ও উপস্থিত ছিলেন। সেই সাহিত্য আসরে বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় একটি অসম্ভব ভাল বক্তৃতা দিলেন। সভায় উপি'ত সবাই তাঁর বক্তৃতার খুব প্রশংসা করতে লাগলো। রবীন্দ্রনাথ তখন বললেন- "বলাই তো ভাল বক্তৃতা দেবেই কারণ বলাই তো ওর কাজ।

একবার এক বৈজ্ঞানিকের পুত্র কবির (রবীন্দ্রনাথ) সাথে দেখা করতে আসেন। ছেলেটি ছিল মস্তিষ্ক বিকৃত। কবির কাছে সে বায়না ধরলো কবি কে "হাপু" গান শোনাবে। কবি ধৈর্য্য ধরেই ছেলেটির গান শুনলেন। গান গেয়ে ছেলেটি বিদায় নিলে কবি বললেন গানই বটে একেবারে মেশিন গান।

রবীন্দ্রনাথ তখন অস্তাচলে প্রায় শেষ শয্যায়। একদিন রবীন্দ্রনাথের ভক্ত সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁর স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে বললেন "আমরা আপনার শতবাষির্কী করবো"। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বললেন শতবাষির্কী মানে তা' মাত্র পঁচিশ টাকা। ওতে আমার কোনও মোহ নাই। কিন্তু শত বাষির্কী মানে পঁচিশ টাকা কেন? হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্তীর স্টাইলে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন শত বাষির্কী মানে শতবারসিকি মানে পঁচিশ টাকা তাই তো?

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতে এসেছিল ক্ষিতি মোহন সেন। অধ্যাপনায় মন লাগাতে না পেরে ভাবলেন অধ্যাপনা ছেড়ে কবিরাজী করবেন। বৈদ্যের ছেলে অতএব বাবার ব্যবসাই করবেন। রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে প্রবাসে। কবির অনুপস্থিতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। তিনি কবির জন্য আগমনের অপেক্ষায় রইলেন। যথা সময়ে কবি ইউরোপ থেকে ফিরে এলেন। এসেই তিনি শান্তিনিকেতনের অন্য এক অধ্যাপকের কাছে শুনতে পেলেন, ক্ষিতি মোহন বাবু অধ্যাপনা ছেড়ে কবিরাজী করবেন। শুনে তা কবি বিস্ময়ে হতবাক। কবি তৎক্ষণাৎ ক্ষিতি মোহন বাবুকে ডেকে পাঠালেন। কবির মনোভাব বুঝতে পেরে ক্ষিতি মোহন বাবু চিন্তায় পড়লেন। তিনি কবির কাছে এসে উপি'ত হলেন কবি তাঁকে বললেন "আপনি নাকি অধ্যাপনা ছেড়ে কবিরাজী করবেন বলে স্থির করেছেন? কবির এ কথার উত্তরে ক্ষিতি মোহন বাবু এবার হাসতে হাসতে বললেন কি আর করি, কবি যেখানে রাজি নন। "কবিরাজী" আর সেখানে কী করা হয়।

চারু চন্দ্র বন্ধোপাধ্যায় তখন বিখ্যাত "প্রবাসী" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। তিনি শিলাইদহ গেছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা আনতে। রবীন্দ্রনাথ তখন রয়েছেন পদ্মার ওপরে বজরায়। নদীর ঘাট অবধি একটা তক্তার সাকোঁ বজরা অবধি পেতে দেয়া আছে।

> একবার বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এক সদ্য বিলেত ফেরত বন্ধু তাঁর সাথে দেখা করতে এলে দেখেন টেবিলে একগ্লাস সবুজ রঙের পানীয়। তিনি ধারণা করেন কবি বুঝি নতুন কোন ব্রান্ডের পানীয় পান করছেন। তিনি কবির দিকে তাকালে কবি জিজ্ঞেস করেন "চলবে নাকি"? ভদ্রলোক কাল বিলম্ব না করে সম্মতি জানান।

পা, টিপে টিপে সেই তক্তা ধরে চারু চন্দ্র নৌকায় উঠে আসছেন। বজরার ছাদ থেকে রবীন্দ্রানাথ সাবধান করলেন চারু, সাবধানে পা ফেলো। এ জোড়া সাঁকো নয়।

সাহিত্যিক বনফুলের ছোটভাই একবার কবির (রবীন্দ্রনাথ) সঙ্গে দেখা করার জন্য শান্তি নিকেতনে আসেন। কবি তখন কানে ভাল শুনতে পান না। কবির সেক্রেটারী অনিল কুমার তাই তাকে বলে দিলেন কবির সাথে একটু জোরে কথা বলতে। কবি এখন কানে ভালো শুনতে পান না। কবিকে বলা হলো- ইনি সাহিত্যিক বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই। কবি তৎক্ষণাৎ ঠাট্টা করে বললেন তুমি বলাই এর ভাই কানাই নাকি? ভদ্রলোক কবির সেক্রেটারীর পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক চেঁচিয়ে বললেন না আমি অরবিন্দ। কবি এক গাল হেসে বললেন "কানাই নয় এ দেখছি একেবারে সানাই"।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তখন শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ। এক বিকেলে তিনি বগলে কয়েকটি বই নিয়ে একমনে বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখে ডাকলেন, "ওহে বৈবাহিক", শোন শোন। প্রভাত কুমারকে তাঁর বন্ধুরা রসিকতা করে 'বৈবাহিক' বলতেন। কিন্তু গুরুদেবের মুখে সেই রসিকতা শুনে তিনি খুব অবাক হলেন। বললেন, গুরুদেব আপনিও বলছেন। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, আরে না না, 'বৈবাহিক নয়", তোমায় আমি ডেকেছি "বই-বাহিক বলে"। একবার রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি একসঙ্গে বসে সকালের নাশতা করছিলেন। গান্ধীজি সকালের নাস্তায় লুচি পছন্দ করতেন না, তাই তাঁকে ওটসের পরিজ খেতে দেওয়া হয়েছিল আর রবীন্দ্রনাথ খাচ্ছিলেন গরম গরম লুচি। গান্ধীজি তাই না দেখে বলে উঠলেন "গুরুদেব তুমি জানো না যে তুমি বিষ খাচ্ছ"। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন- "বিষই হবে" তবে এর অ্যাকশন খুব ধীরে। কারণ আমি বিগত ৬০ বছর যাবৎ এই বিষ খাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের একটা অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি কোনো নাটক বা উপন্যাস লিখতেন সেটা প্রথম দফা শান্তিনিকেতনে গুণিজন সমাবেশে পড়ে শোনাতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই এ রকম পাঠের আসরে যোগদান করতেন। তা' একবার আসরে যোগদান কালে বাইরে জুতা রেখে আসায় সেটা চুরি হয়ে গেল। অতঃপর তিনি জুতা জোড়া কাগজে মুড়ে বগল দাবা করে আসরে আসতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ এটা টের পেয়ে গেলেন। তাই একদিন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে এভাবে আসরে প্রবেশ করতে দেখে তিনি বলে উঠলেন- "শরৎ তোমার বগলে ওটা কি "পাদুকা-পুরাণ"? এ নিয়ে সেদিন প্রচন্ড হাসাহাসি হয়েছিল।

একবার রবীন্দ্রনাথ এক অ-বাঙালি মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে মেয়েটির সম্বন্ধ ঠিক করার জন্য, এর পরের ঘটনার কথা রবীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যাক। "মেয়ের বাবা অনেক পয়সা-কড়ির মালিক। বাসায় যাবার পর, দুটো অল্প বয়সী মেয়ে এসে উপস্থিত হলো। একটি মেয়ে নেহাৎ সাধাসিধে, জড়ভরতের মতো এক কোণে বসে রইল এবং অন্যটি যেমন সুন্দরী তেমনি স্মার্ট। কোন জড়তা নেই। শুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজীতে কথা বলছে। ওর সঙ্গে কথা হলো। আমাদের পিয়ানো বাজিয়ে শোনালো। আমি মুগ্ধ, বিস্মিত। মনে মনে ভাবছি, সত্যিই কি আমি ওকে পাব। ভাবনায় ছেদ পড়লো। বাড়ির কর্তা তখন ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি মেয়েদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুন্দরী, স্মার্ট মেয়েটিকে দেখিয়ে তিনি বললেন- ঐব রং সু রিভব। আর জড় ভরতটিকে দেখিয়ে বললেন- ঐবৎব রং সু ফধঁমযঃবৎ। আমি তো শুনে "থ" হয়ে গেলাম। যা হোক বিয়ে হলে মন্দ হতো না। সাত লাখ টাকা পাওয়া যেত। বিশ্বভারতীর কাজে ব্যয় করতে পারতাম। তবে শুনেছি মেয়েটি নাকি বিয়ের দু'বছর পরই বিধবা হয়। হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ পরে বন্ধু বান্ধবদের বলতেন- ঐ বিবাহটি না হয়ে ভালোই হয়েছিল, আমার স্ত্রী বিধবা হলে আমার যে তখন প্রাণ রাখাই মুশকিল হয়ে যেত। জমিদারী ভোগের তো প্রশ্নই উঠে না"।

রবীন্দ্রনাথ কুলি পিঠে খেতে খুব ভাল বাসতেন। খুলনা দক্ষিণ ডিহির মৃণালিনী দেবী বানাতেন ও খুব নরম করে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর শান্তি নিকেতনের এক গৃহিনী তা জেনে নিজেই কিছু কুলি পিঠে বানিয়ে নিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। খেতে দেন কবি গুরুকে। খাওয়া শেষে মহিলা জিজ্ঞেস করলেন- "পিঠা কেমন লাগলো কবিগুরু"?

রবীন্দ্রনাথ মুচকি হেসে বললেন-
লৌহ কঠিন, প্রস্তর কঠিন
আর কঠিন ইস্টক,
তাহার অধিক কঠিন কন্যা
তোমার হাতের পিস্টক।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে একবার রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" নাটকে মহড়া চলছিল। নাটকে রঘুপতি সেজেছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর জয়সিংহের ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। একটা দৃশ্য ছিল এমন জয়সিংহের মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়বে শোক বিহ্বল রঘুপতি। দৃশ্যটার মহড়া চলছিল বার বার। দীনেন্দ্রনাথ বাবু ছিলেন কিছুটা স্থূলকায়। বার বার তাঁর ভার বহন করা কবি গুরুর জন্য কঠিন হয়ে পড়ছিল। একবার দীনেন্দ্রনাথ একটু বেকায়দায় রবি ঠাকুরের ওপর আছড়ে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ কঁকিয়ে উঠে বললেন "ওহে দিনু, মনে করিস নে আমি সত্যি সত্যিই মারা গেছি"।

রবীন্দ্রনাথ একদিন বেড়াতে গেছেন তাঁর কোনো এক ভক্তের বাড়িতে। কবি কে বসবার জন্য একটা চেয়ার দেয়া হলো। কবি ভক্তকে জিজ্ঞেস করলেন "চেয়ার টা বেশ সুন্দর"। তা চেয়ার টা সজীব তো? ভক্ত বুঝতে না পেরে কবির মুখের দিকে হা' করে তাকিয়ে রইল। তখন কবি বললেন, "বুঝতে পারনি বুঝি"? আমি জিজ্ঞেস করছি "চেয়ার টা সজীব কি না? মানে এতে ছাড়পোকা আছে কি না।" একবার বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এক সদ্য বিলেত ফেরত বন্ধু তাঁর সাথে দেখা করতে এলে দেখেন টেবিলে একগ্লাস সবুজ রঙের পানীয়। তিনি ধারণা করেন কবি বুঝি নতুন কোন ব্রান্ডের পানীয় পান করছেন। তিনি কবির দিকে তাকালে কবি জিজ্ঞেস করেন "চলবে নাকি"? ভদ্রলোক কাল বিলম্ব না করে সম্মতি জানান। কবি ঘরের ভেতরের দিকে তাকিয়ে পরিবেশন কারীকে বললেন সাহেবের জন্য একগ্লাস কড়া করে নিয়ে এসো। সে কবির কথা মতো পানীয় তৈরি করে টেবিলের উপর রাখে। ভদ্রলোক আগ্রহ করে গ্লাসটা হাতে নিয়ে বড় করে একটা চুমুক দেন। এরপর মুখটা বাঁকা করে গ্লাস রেখে পথ ধরতে উদ্যত হন। কবি তাঁকে বলেন "কি হলো"? ভদ্রলোক কোন উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান। উল্লেখ্য যে, কবি সেদিন নীম পাতার তিতা পানি পান করছিলেন।

জীবনের শেষ দিকে এসে রবীন্দ্রনাথ একটু সামনের দিকে ঝুঁকে উবু হয়ে লিখতেন। একদিন তাঁকে ওভাবে উবু হয়ে লিখতে দেখে তাঁর এক শুভাকাঙ্খী তাঁকে বললো- "আপনার নিশ্চয় ওভাবে উপুড় হয়ে লিখতে কষ্ট হছে। লোকটার দিকে খানিকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন- তা' তো হচ্ছেই। তবে কি জানো, এখন উপুড় হয়ে না লিখলে কি আর লেখা বেরোয়। পাত্রের জল কমে তলায় ঠেকলে একটু উপুড় তো করতেই হয়।" বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ তখন খুবই অসুস্থ। শান্তি নিকেতন থেকে কবিকে তখন কলকাতার জোঁড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে। ঠিক সে সময় একটি ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে বায়না ধরে বসলো কবিকে তাঁর অটোগ্রাফ দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তার খাতায় কাঁপা হাতে অটোগ্রাফ লিখে দিলো তবু মেয়েটির মন ভরলো না। মেয়েটি কেঁদে কেটে বায়না ধরলো কবির অটোগ্রাফের পাশে কবিতা লিখে দিতে হবে। কবি ছোট্ট মেয়েটিকে নিরাশ করলো না। কবি তাৎক্ষণিক লিখলেন-

মোর কাছে চাহ তুমি
পদ্য/চাহিলেই মিলে কি তা' সদ্য
তাই আজ শুধু লিখিলাম/নিজের
নাম এর বেশি কিছু নহে অদ্য।

'বিশ্বে মানবতা নয়, ধর্মান্ধতা অনেক এগিয়ে'

নিশীথ সিংহ রায়

এই মুহূর্তে বিশ্ব যেদিকে যাচ্ছে বা তার যা পরিস্থিতি তাতে নিঃসন্দেহে বলা নেই। আর এটাই ধ্রুব সত্য মানবতা বলে পৃথিবীতে কোনোদিনই কিছু ছিল না, যা ছিল বা এখনও আছে তা হলো 'রাষ্ট্রীয়তাবাদ'। রাষ্ট্র নিজের সুবিধার্থে যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন 'মানবতা"র সংজ্ঞা তৈরি করে নেয়। আর এটা শুধু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নয় বিশ্বে যত মানবতাবাদী সংগঠন আছে সবার ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। রাষ্ট্র যেমন নিজের সময়োপযোগী মানবতার সংজ্ঞা করে আর এই সংগঠনগুলি সেখানেই মানবতা দেখাতে যায় যেখানে সে নিরাপদ। যখন রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা বা আর্থিক দায়িত্ব নেয় তখনই সংগঠনগুলি মানবতার আধার, তা সে স্বদেশে বা বিদেশে যেখানেই হোক। রাষ্ট্র না পিছনে থাকলে সেই খ্যাপা ষাঁড়ের কাছে কাউকে ফেলে দিলে যেমন হয় ঠিক তেমনই হবে এই সংগঠনগুলির। এ শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে নয় সমাজ বা জীবন, যেকোন ক্ষেত্রেই হতে পারে। আগে নিজের সংগঠন বা রাষ্ট্রের স্বার্থ, তারপর মানবতার প্রশ্ন। বর্তমানে আমরা প্রথম নিজের দেশ অর্থাৎ ভারতের দিকে তাকাই। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যেই ইসরাইলকে সমর্থন করলো তখনই হিন্দুরা দু'হাত তুলে নাচতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আর যেটা খুব খারাপ লাগছে সেটা হলো তারা এটাকে ধর্মীয়ভাবে দেখছে। তাদের কোথাও ইসরাইলে কেন হামাস গোষ্ঠী আগে আক্রমন করে মানবতা লঙ্ঘন করেছে সে ব্যাপারে নয়। হিন্দুত্বর জয় দেখাতে গিয়ে তারা কমেন্টসে শুধু 'জয় শ্রীরাম' লিখে যাচ্ছে। অপরদিকে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি নিয়ে এতদিন যতো ভারতীয় মুসলিম মোদির নামে জয় ধ্বনি দিচ্ছিল বা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা যারা এই ক'দিন আগেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তাদের মসীহা বলে ভাবছিল তারা আজ বলছে উনি মারাত্মক ভুল করলেন। ইসরাইলের হামাস বা প্যালেসটাইনকে পাল্টা আঘাতের ব্যাপারটা সঠিক নয়। এখানে আমরা দেখছি হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই মানবতা লঙ্ঘন নিয়ে কোনো কথা বলছে না। সবাই সাম্প্রদায়িক বা নিজের ধর্মের কথা ভাবছে। এখানে মানবতার কোনো স্থান নেই। এখানে কি কোনো সম্প্রদায়কে আমরা দেখলাম 'মানবতা' লঙ্ঘনের ব্যাপারে কথা বলতে বা কি করে তার সুরাহা হয় তার পথ বাতলাতে? তা সে কোনও কাজে আসুক বা না আসুক। শুনলাম মিশরে বেড়াতে যাওয়া দুই ইসরায়েলী পর্যটককে এক মিশরীয় পুলিশ মেরে দিয়েছে। আর ইসরাইলের সরকার সারা বিশ্বের যে যে দেশে ইহুদী বেড়াতে গেছে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে দেশে ফিরতে বলছে। পর্যটক কি কোনো সম্প্রদায়ের হতে পারে? পর্যটকের ওপর নির্ভর করে অনেক দেশ বেঁচে আছে যেমন এই মিশর। মিশর ছাড়াও নেপাল, ভূটান, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশ। এসব দেশে পর্যটকরা বিপদের সম্মুখীন হলে তাহলে সেখানে আর কি কেউ যাবে?

ভারত ছাড়াও আর একটা দেশের কথা আসি। তাহলেই বুঝতে পারবো মানবতা সময় অনুপাতে কত তাড়াতাড়ি পাল্টায়। কিছুদিন আগে শুনেছিলাম, সৌদি আরবের যুবরাজ হজের সময় নাকি সেখানে জোরে মাইক বাজানো নিষেধ করেছে। অনেক মুসলিম দেশ এব্যাপারে আপত্তি জানালেও সৌদি আরব আগে নিজের দেশের জনগনের কথা ভেবে নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিল। এখন আবার শুনছি সৌদি আরব পাকিস্তানকে চিঠি করেছে যে পাকিস্তান যেন চোর, ছ্যাঁচোর, পকেটমার বা ভিখিরিদের হজ করতে সৌদি আরবে না পাঠায়। তার সঙ্গে এটাও যোগ করেছে তাদের জেল নাকি পাকিস্তানী নাগরিকে ভরে গেছে। কারণ, সৌদিতে চুরি আর ভিখ্যা দুটোই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর সেই দুটোই নাকি সৌদি আরবে গিয়ে পাকিস্তানী নাগরিকরা করছে। গোঁড়া কট্টর মুসলিম দেশে হিন্দু মন্দির হবে তাও আবার সরকারি বদ্যানতায় দশ বছর আগে এটা কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল? ঠিক আজকে সেটাই ঘটেছে সৌদি আরবে। এরও কারণ ভারতের আর্থিক বাড়বাড়ন্ত ও সৌদি আরবের সাথে ভারতের বর্তমান সুসম্পর্কের জন্য। পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন হিন্দু মন্দির বা হিন্দুদের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। তারও কারণ ওই ভারতের বর্তমান আর্থিক বা অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য। তাই হিন্দু মন্দির করতে দেওয়া বা অন্য রাষ্ট্রে হিন্দুত্বর বাড়বাড়ন্ত কেবলমাত্র রাষ্ট্র এখানে পিছনে আছে বলে। তাই এটাকে বলা যায় রাষ্ট্রের পলিসির জন্য এদের বাড়বাড়ন্ত মাত্র। এখানে কোনো মানবতা কাজ করেনি। অতীত থেকে দেখলে পৃথিবীতে এর অজস্র প্রমাণ পাওয়া যাবে তা সে 'ক্রুসেড'বা ইরান-ইরাক যুদ্ধ যাই হোক না কেন। আমাদের দেশের কিছু সংগঠনের কথায় এবার আসি। প্রথমে আসি সবার শ্রদ্ধেয় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত মাদার টেরেজার কথায়। তাঁর কাজকর্মও একই গোত্রের। তার প্রমাণ আমি নিজে। সালটা মনে নেই খুব সম্ভব ১৯৯৪-৯৫ সাল হবে। আজকাল পত্রিকার এক স্টাফের ছেলের থ্যালাসেমিয়া হয়েছিল। আমাতে, ওনাতে গিয়েছিলাম সাহায্যের জন্য। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের থেকে যখন জানল আমরা খ্রিস্টান নই তখন সেই একই কায়দায় আমাদের আবেদন খারিজ হয়ে গেল। রামকৃষ্ণ মিশন রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ছাড়া এই মানবতার ধ্বজা ওড়াতে পারতো? না, কখনোই পারত না। বিশ্বে তাদের বাড়বাড়ন্ত রাষ্ট্রের জোরে। রাষ্ট্র পিছন থেকে সরে গেলে দেখি তারা একটাও মুসলিম দেশে কি করে থাকতে পারে? ঠিক যেভাবে এখন 'ইস্কন' বা অন্য সংগঠনগুলির বাড়বাড়ন্ত। মানবতা যদি আগে হয় তাহলে রামকৃষ্ণ মিশন বা এসমস্ত সংগঠনগুলি এখন যাক ইসরাইল-প্যালেসটাইন যুদ্ধক্ষেত্রে? দেখি সেখানে মানবতা না ধর্মান্ধতা, কোনটা আগে কাজ করে? 'আল আমিন' বা অন্য মানবতাবাদী মুসলিম সংগঠনগুলি দেখি এখন প্যালেসটাইনকে মানবতার বাণী শুনিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত করুক বা বিশ্বের যত ইহুদি আছে তারা এখন মানবতার ধ্বজা দেখিয়ে এই যুদ্ধ বন্ধ করুক? এই নীতি কোনো একটি রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য। তাই প্রথমেই বলেছিলাম পৃথিবীতে 'মানবতা" বলে কিছুই নেই আছে শুধু 'রাষ্ট্রীয়তাবাদ'। যা সেই দেশের অবস্থা বা পরিস্থিতি অনুযায়ী সর্বদা পাল্টে যায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় আপাতকালীন পরিস্থিতিতে উদ্ধার কাজের উপর এক দিবসীয় এক মহরা অনুষ্ঠিত হয়।

শর্ম আল-শেখে গাজা শান্তি সম্মেলনে যোগ দিলেন না প্রধানমন্ত্রী মোদী রাজনৈতিক বার্তা স্পষ্ট, কার সঙ্গে দেখা করতে অনীহা ?

শর্ম আল-শেখ , ১৩ অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসির সহ-আয়োজিত গাজা যুদ্ধ-পরবর্তী শান্তি চুক্তির উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিলেন না ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর পরিবর্তে, মন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন এই সম্মেলনে, যেখানে ২০টিরও বেশি দেশের রাষ্ট্রনেতারা একত্র হয়েছেন।

এই অনুপস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা কেন মোদী উপস্থিত থাকলেন না, কাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে গেলেন?

গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়, যাদের অধিকাংশই ছিলেন পর্যটক। এর জবাবে ভারত চালায় "অপারেশন সিন্দুর", যার ফলে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা চরমে ওঠে।

ভারত একাধিক কড়া পদক্ষেপ নেয় ইন্দাস জল চুক্তি স্থগিত করে, বন্ধ করে দেয় আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত পথ। এর পরপরই, প্রধানমন্ত্রী মোদী সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের চীন সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সামনে দাঁড়িয়ে 'সন্ত্রাসবাদকে মদতদাতা দেশ' হিসেবে কটাক্ষ করেন, যদিও কোনও দেশের নাম মুখে আনেননি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শর্ম আল-শেখ সম্মেলনে শাহবাজ শরিফের উপস্থিতির সম্ভাবনা থাকায়, মোদীর অনুপস্থিতি অনেকের মতে কৌশলগতভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে একই মঞ্চ ভাগ না করার সিদ্ধান্ত।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ভারত থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ৫০ হারে শুল্ক চাপিয়েছেন, যা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক টানাপোড়েন চরমে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে ভারতের রাশিয়ান তেল কেনা অব্যাহত রাখাকেই দায়ী করেছে ওয়াশিংটন।

ভারতের যুক্তি ১৪০ কোটির জনসংখ্যার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের জ্বালানি অপরিহার্য। তবুও, মার্কিন প্রশাসন শুল্ক আরোপে অনড়।

ট্যারিফ ইস্যুর পাশাপাশি, ট্রাম্প বারংবার দাবি করে চলেছেন যে তাঁর চাপেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এড়ানো গিয়েছে। তিনি বলেন, 'আমার হস্তক্ষেপ ছাড়া, অন্তত সাতটি যুদ্ধ এখনো জ্বলন্ত হত তার মধ্যে একটি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে।'

ভারত এই দাবিকে বারংবার নাকচ করে বলেছে, যুদ্ধবিরতি শুধুই দুই দেশের সামরিক কর্তাদের সরাসরি আলোচনার ফসল।

এর আগেও, কানাডায় ৩৭ সম্মেলনে অংশগ্রহণের সময় ট্রাম্প মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমেরিকায় এক স্টপওভার বৈঠকের জন্য। কিন্তু মোদী সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন যা এক বিরল কূটনৈতিক বার্তা। সেই সময় পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ছিলেন ওয়াশিংটনে সফরে, ফলে ভারত চায়নি এমন কোনও ছবি তৈরি হোক, যেখানে আবারও ট্রাম্প নিজেকে 'মধ্যস্থতা'র দাবিদার হিসেবে তুলে ধরেন।

গত মাসে ট্রাম্পের ৭৫তম জন্মদিনে মোদী ফোন করে শুভেচ্ছা জানান, দু'পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা ও গাজা শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে কথাও হয়। কিন্তু তবুও, সাম্প্রতিক শুল্ক ও 'মধ্যস্থতা' ইস্যুতে ভারতের আস্থাহীনতা যে রয়েই গেছে, মোদীর এই সফর বাতিল তারই প্রতিফলন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শর্ম আল-শেখে মোদীর অনুপস্থিতি ট্রাম্পকে আরেকবার "ভারত-পাকিস্তান সমঝোতা"র দাবিদার হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করল। একই সঙ্গে, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং গাজা ইস্যুতে ভারতের স্বতন্ত্র অবস্থান বজায় রাখতেই এই কৌশল।

কূটনৈতিক মহলে বার্তাটা স্পষ্ট গাজা শান্তি পরিকল্পনা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, মোদী সরকার চায় না এমন কোনও আন্তর্জাতিক ছবি তৈরি হোক যেখানে ভারত আবারও কোনও "মধ্যস্থতার" গল্পের অংশ হয়। পাকিস্তান এবং আমেরিকা এই দুই ফ্যাক্টরের ভারসাম্য রক্ষার খেলায় মোদী এইবার নিজের উপস্থিতিকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন।

PNIe-T NO:-89/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated :07/10/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer(OEM) of L&T-make PSA Plant / Original Equipment Manufacturer(OEM) authorized service provider or any reputed authorized service provider having specified experience in maintenance of similar PSA Plant works for the following work:

Name of work: Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 1 one) no PSA Oxygen Generation Plant (Make-Airox Technologies, Model-AS-J SRNO 2903102-1) At Unakoti District Hospital, Kailashahar for 365 (Three Hundred and Sixty Five) days(2nd call)

1. Estimated Cost: Rs.9,14,500.00
2. Earnest Money: Rs18,290.00
3.Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Time for completion:-365 (Three Hundred Sixty Five Days)
5. Last date & time for online Bidding: 18/10/2025
6. DNIe-T No: 46/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2025-26 upto 3:00 PM

Note:The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/2552/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

NO.F.3(39)-AGMC&GBPH/S&P/Ann Req/2025-26

E-Tender for procurement of reagents required for the Dept. of Pathology, Microbiology, Biochemistry, Central Lab & Blood Bank AGMC & GBP Hospital, Agartala.

A e-Tender is hereby invited on behalf of the Medical Superintendent & HOD, AGMC& GBP Hospital, Agartala from resourceful, experienced bonafide renowned licensed Manufacturers or their Authorized distributor/supplier for "e-Tender for procurement of reagents required for the Dept. of Pathology, Microbiology, Biochemistry, Central Lab & Blood Bank AGMC & GBP Hospital, Agartala for the year 2025-26" The details of tender, list of items with indicative quantity and tender documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is .../../../11/2025 up to 06:00 pm.

All future modification/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So bidders are requested to update themselves from the e-procurement web portal only.

Medical Superintendent and Head of Department
AGMC & GBP Hospital, Agartala

ICA/C/ 2547/25

PRESS NOTICE INVITING TENDER No: 15/EE/AGRI/N/2025-26

On behalf of the Government of Tripura the Executive Engineer(Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate etender on Two bid system from the eligible bidders for the following works:-

Sl. No	Name of Work	e-DNIT No.	Estimated cost	Earnest Money (in Rs)
1	2	3	4	5
1	Repairing of Sub Seed Store at Bagbassa under Jubarajnagar Agri Sub-Division, North Tripura (2nd Call)	12/EE/AGRI/NORTH/ 2025-26 (2nd Call)	Rs. 6,90,383.00	Rs. 13,808.00
2	Repairing of Sub Seed Store at Chandrapur under Kadamtala Agri Sub-Division, North Tripura (2nd Call).	13/EE/AGRI/NORTH/ 2025-26 (2nd Call)	Rs. 7,46,843.00	Rs. 14,937.00

Last date and time for documents downloading and bidding upto 15:00 Hrs on 16/10/2025 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 16/10/2025 (if possible). Any, subsequent corrigendum will be available in the website only.

For more information please kindly visit: tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 2557/25

For & on behalf of Governor of Tripura
[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer(North)
Department of Agriculture & F.W Dharmanagar, North Tripura

(2nd Call)
NOTICE INVITING RATE QUOTATION.

Sealed Quotations are hereby invited from the Agencies/firms for supply of Group-A & B-Ration and Dietary Articles and 2. Group-C- Supply Materials in r/o:-Longtharai Valley Sub-Jail, Dhalai, Tripura. The Sealed Quotations will be received during office hour in all working days up to 3:00 PM of 30/10/2025 and will be opened on the same date at 4:00 PM if possible. Quotation may be dropped at the Quotation Box kept at the Nazarat Section of SDM (Superintendent) Longtharai Valley, Dhalai Tripura. Format for submission of Quotation is enclosed at Annexure-1. Quotation shall be submitted as per prescribed format only. Detailed terms and conditions of the said quotation and format for quotation may be collected from the office of the undersigned on all working days up to 4:00 PM of 30/10/2025.

ICA/C/2543/25

(Sri. Subrata' Das)
Superintendent Longtharai Valley Sub-Jail Dhalai, Tripura.

ঃবিজ্ঞপ্তিঃ

এতদ্বারা পি.এম.ওয়াই.-জি তালিকাভুক্ত (PMA- Beneficiary List) নিম্নলিখিত বেনিফিসিয়ারীদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে টেপানীয়া আর.ডি.ব্লক অফিসের নিম্নে উল্লেখিত গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসভা রিপোর্ট অনুযায়ী আপনারা এই ব্লকের পি.এম.এ.ওয়াই.-জি তালিকায় নথিভুক্ত আছেন কিন্তু এলাকায় থাকেন না অথবা যোগ্য উত্তরসূরী নেই তাদের বিগত ১১/১০/২০২৫ ইং তারিখে এনকোয়ারী করেও আপনাদের পাওয়া যায়নি। অতএব আপনারা যদি সরকারী পি.এম.ওয়াই.-জি ঘর পেতে ইচ্ছুক হন তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭(সাত) দিনের (Working Days) মধ্যে নিজ নিজ যথাযথ প্রমানপত সহ টেপানীয়া আর.ডি.ব্লক অফিসের পি.এম.এ.ওয়াই.-জি সেকশনে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় আপনাদের নাম পি.এম.এ.ওয়াই.-জি Beneficiary List থেকে বাদ দেওয়া হবে।

PMAY-ও MIS অনুযায়ী আপনাদের নাম ও তথ্য যেভাবে আছে তা নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

DEATH NO LEGAL HEIR & UNTRACEABLE LIST OF PMA-G Beneficiaries as per Permanent Wait List (PWL)

Sl. No.	Name of GP	PMAY-G ID	Name of Beneficiary	Name of Father/Mother/Husband
1.	Gakulpur	TR122505009	Aparna Das	Kajal Das
2.	Gakulpur	TR139678331	Sankar Giri	Lt Bidhu Bhusan Giri
3.	Garjanmura	TR1164885	NEPAL DAS	UPENDRA DAS

স্বাঃ অস্পষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
টেপানীয়া আর.ডি.ব্লক, গোমতী জেলা, ত্রিপুরা।

ICA/D-1122/25

দুই বছরের গাজা যুদ্ধের অবসান হামাস ২০ জন ইজরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিল, ট্রাম্প বললেন "এটা এক মহান দিন"

তেলআবিব/গাজা/ওয়াশিংটন, ১৩ অক্টোবর গাজার দুই বছর দীর্ঘ যুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে পৌঁছেছে মধ্যপ্রাচ্য। সোমবার হামাস ইজরায়েলের হাতে ২০ জন জীবিত জিম্মিকে হস্তান্তর করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি এই যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছেন, এই ঘটনাকে আখ্যা দিয়েছেন "এক মহান দিন" হিসেবে এবং ঘোষণা করেছেন যে গাজার যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, সোমবার প্রথমে সাতজন এবং পরে আরও ১৩ জন জিম্মি ইজরায়েলের হাতে আসে। তেলআবিবের 'হোস্টেজ স্কয়ার'-এ হাজার হাজার মানুষ এই খবরে উল্লাসে ফেটে পড়েন।

মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন বার আব্রাহাম কুপারস্টেইন, এবিয়াতার ডেভিড, ইউসেফ-চাইম ওহানা, সেগেভ কালফন, আভিনাতান অর, এলকানা বোহবট, ম্যাক্সিম হারকিন, নিমরোদ কোহেন, মাতান অ্যাঙ্গরেস্ট, মাতান জনগাউকার, এতান হর্ন, এতান আব্রাহাম মর, গালি বারম্যান, জিভ বারম্যান, ওমরি মিরান, আলন ওহেল, গাই গিলবোয়া-দালাল, রম ব্রাসলাভস্কি, আরিয়েল কুনিও ও ডেভিড কুনিও। এদের তালিকা হামাস নিজেই প্রকাশ করেছে। এই হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপ সম্পন্ন হলো, যা ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনারই অংশ।

ইজরায়েল থেকে বন্দি মুক্তির চুক্তির আওতায় ফিলিস্তিনি বন্দিদেরও মুক্তি দেওয়া হয়েছে। টেলিভিশন ফুটেজে দেখা যায়, ইজরায়েলের বিভিন্ন কারাগার থেকে ফিলিস্তিনি বন্দিদের নিয়ে বাস গাজার দিকে রওনা দিয়েছে। রেড ক্রস এই বিনিময় প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করেছে। নিমরোদ কোহেনের মা, ভিকি কোহেন বলেন, "আমি আনন্দে আপ্লুত। আমার অনুভূতি ভাষায় বোঝানো কঠিন। সারারাত ঘুমোতে পারিনি।"

অন্যদিকে, গাজার দক্ষিণে একটি হাসপাতালে রয়টার্সের ভিডিওতে দেখা যায়, বহু সশস্ত্র হামাস যোদ্ধা সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করছেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন হামাসের এলিট 'শ্যাডো ইউনিট'-এর সদস্য, যার দায়িত্ব ছিল জিম্মিদের রক্ষা করা। এই দৃশ্যকে অনেকে হামাসের শক্তির প্রকাশ হিসেবেও দেখছেন, যদিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেছেন, হামাসকে অবশ্যই নিরস্ত্র হতে হবে এবং গাজার নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে আসতে হবে।

ট্রাম্প এই মুহূর্তে ইজরায়েল সফরে রয়েছেন এবং কনেসেটে ভাষণ দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেন, "এটা এক মহান দিন। এটা একটি নতুন শুরু।" এরপর তিনি মিশরের শর্ম আল-শেখে যাচ্ছেন, যেখানে গাজার স্থায়ী শান্তি এবং পুনর্গঠন নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে গত শুক্রবার থেকে, আর এই জিম্মি ও বন্দি বিনিময় তারই প্রথম ধাপ। ২০০৭ সাল থেকে হামাস গাজার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখন তারা প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে সরিয়ে দেয়।

ভারত—ইএফটিএ টেপা চুক্তি কার্যকর বাণিজ্য ও বিনিয়োগে নতুন দিগন্তের সূচনা

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিতে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করল ১ অক্টোবর, ২০২৫, যেদিন থেকে কার্যকর হলো ভারত ও ইউরোপীয় ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন (ইএফটিএ) — এর মধ্যে স্বাক্ষরিত ট্রেড অ্যান্ড ইকনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট (টেপা)। চলতি বছরের ১০ মার্চ নয়াদিল্লিতে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি ভারতের জন্য প্রথম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, যা চারটি উন্নত ইউরোপীয় দেশ — সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড ও লিচেনস্টেইনের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে।

এই চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ইএফটিএ দেশগুলোর তরফ থেকে আগামী ১৫ বছরে ভারতের অর্থনীতিতে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের বাধ্যতামূলক অঙ্গীকার এবং এক কোটি সরাসরি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি, যা ভারতের বাণিজ্য ইতিহাসে এই প্রথম। এই বিনিয়োগ দুটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে — প্রথম ১০ বছরে ৫০ বিলিয়ন ডলার এবং পরবর্তী পাঁচ বছরে আরও ৫০ বিলিয়ন ডলার। বিনিয়োগের লক্ষ্য হবে দীর্ঘমেয়াদী খাত যেমন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, জীববিজ্ঞান, উন্নত প্রকৌশল, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবননির্ভর উৎপাদন। বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ও সহায়তার জন্য ইতিমধ্যেই ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে একটি 'ইন্ডিয়া—ইএফটিএ ডেস্ক' চালু হয়েছে।টেপা চুক্তি অনুযায়ী ইএফটিএ দেশগুলো ৯২.২ শতাংশ ট্যারিফ লাইনে শুল্ক তুলে দিয়েছে, যা ভারতের ৯৯.৬ শতাংশ রপ্তানি পণ্যের জন্য প্রযোজ্য। এর ফলে ভারতীয় রপ্তানিকারকরা বিশেষত প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, শিল্পজাত পণ্য ও গৃহস্থালি সামগ্রীর ক্ষেত্রে বড় ধরনের সুবিধা পাবেন। ভারতের পক্ষ থেকে ইএফটিএ দেশগুলোর ৯৫.৩ শতাংশ রপ্তানি পণ্যের জন্য ৮২.৭ শতাংশ ট্যারিফ লাইনে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তবে ভারত কিছু সংবেদনশীল খাত যেমন দুগ্ধজাত পণ্য, সোয়া, কয়লা, ওষুধ, চিকিৎসা যন্ত্র এবং কৃষিপণ্যকে এই ছাড়ের বাইরে রেখেছে বা ধাপে ধাপে শুল্ক হ্রাসের ব্যবস্থা করেছে, যাতে দেশীয় শিল্পকে প্রস্তুত হতে সময় দেওয়া যায়।

পরিষেবা খাতেও এই চুক্তি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এনেছে। বর্তমানে ভারতের জিডিপি-তে পরিষেবা খাতের অবদান ৫৫ শতাংশের বেশি, এবং টেপা চুক্তির আওতায় ভারত ১০৫টি পরিষেবা সাব-সেক্টরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিপরীতে, ইএফটিএ দেশগুলোর মধ্যে সুইজারল্যান্ড ১২৮, নরওয়ে ১১৪, আইসল্যান্ড ১১০ এবং লিচেনস্টেইন ১০৭টি খাতে পরিষেবা সুবিধা দিয়েছে। এই চুক্তিতে প্রথমবারের মতো নিয়ন্ত্রিত পেশা যেমন নার্সিং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ও স্থাপত্য পেশায় পারস্পরিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার ফলে ভারতীয় পেশাজীবীরা ইএফটিএ দেশে সহজে কাজ করার সুযোগ পাবেন। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সুরক্ষা ক্ষেত্রেও ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। ডব্লিউটিও-র ট্রিপস চুক্তির আওতায় বাধ্যবাধকতা বজায় রাখা হলেও ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ খাতে জনস্বার্থ রক্ষার জন্য নমনীয়তা প্রদান করা হয়েছে। পেটেন্ট 'এভারগ্রিনিং'-এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা রেখে সামাজিক অন্তর্ভুক্তির দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে। একইসঙ্গে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই বাণিজ্যিক চর্চা, কাস্টমস প্রক্রিয়ার সরলীকরণ, ডিজিটাল টুল ব্যবহারে অগ্রাধিকার এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী পদ্ধতির প্রতিশ্রুতি এই চুক্তিকে একটি ভবিষ্যতমুখী অংশীদারিত্বে পরিণত করেছে।

টেপা চুক্তির প্রভাব ইতোমধ্যেই বিভিন্ন খাতে দেখা যাচ্ছে। কৃষিতে ভারতীয় পণ্য যেমন গয়ার গাম, বসন্তি চাল, আঙুর, ডাল ইত্যাদি এখন ইএফটিএ বাজারে শুল্কমুক্ত হয়েছে। সুইজারল্যান্ড ও নরওয়ে — যারা ভারতের কৃষিপণ্যের ৯৯ শতাংশ আমদানি করে — তারা বাদাম, বীজ ও প্রক্রিয়াজাত সবজি ইত্যাদির উপর শুল্ক তুলে দিয়েছে। কফি ও চায়ের ক্ষেত্রেও ভারতের অবস্থান আরও মজবুত হয়েছে। ইএফটিএ দেশগুলো বছরে প্রায় ১৭৫ মিলিয়ন ডলারের কফি আমদানি করে এবং শুল্ক তুলে দেওয়ায় ভারতীয় কফির প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বেড়েছে। ২০২৪—২৫ অর্থবছরে চায়ের প্রতি কেজির রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, যা এই চুক্তির ইতিবাচক প্রভাব নির্দেশ করে।

সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানিতেও ভারত লাভবান হয়েছে। চিংড়ি, স্কুইড, মাছের খাদ্য ও তেলসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক পণ্যে নরওয়ে ও আইসল্যান্ড শুল্ক হ্রাস করেছে। এতে এই বাজারে ভারতের অংশীদারিত্ব বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

উৎপাদন খাতে, বিশেষ করে প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি ২০২৪—২৫ অর্থবছরে ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৫ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ইলেকট্রনিক্স, ইভি যন্ত্রাংশ, মেডিকেল ডিভাইস, এবং ফিনটেক ক্ষেত্রে কার্যকর শুল্কছাড় এবং আইপিআর সুরক্ষা বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় এমএসএমই ও ওইএম প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি লাভবান হচ্ছে। টেক্সটাইল, চামড়াজাত পণ্য ও রত্নগয়নার ওপর শুল্ক ও মান নিয়ন্ত্রণে স্থিতিশীলতা আনায় রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

রাসায়নিক, প্লাস্টিক ও সংশ্লিষ্ট খাতে ৯৫ শতাংশ রপ্তানি পণ্যে শুল্ক হ্রাসের ফলে এই খাতের রপ্তানি ৪৯ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৭০ মিলিয়ন ডলার ছাড়াতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

সবমিলিয়ে, টেপা চুক্তি কেবল একটি বাণিজ্যিক চুক্তি নয়, বরং এটি ভারতের জন্য একটি কৌশলগত সুযোগ, যা বৈশ্বিক বাণিজ্য কাঠামোয় দেশের অবস্থানকে মজবুত করবে। এটি ভবিষ্যতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে উচ্চমানের বাণিজ্য চুক্তি আলোচনার জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করেছে। অর্থনৈতিক উদারতা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে ভারত সরকার দেখিয়েছে, সঠিক পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মুক্ত বাণিজ্যও হতে পারে দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি।

কর্নাটক কংগ্রেসের দুই নেতার আরএসএস-তালেবান তুলনা বিতর্কে জড়ালো রাজ্য রাজনীতি

বেঙ্গালুরু, ১৩ অক্টোবর : কর্নাটকের কংগ্রেসের এমএলসি যথিন্দ্র সিদ্দারামাইয়া এবং মন্ত্রী প্রিয়াংক খারগে সম্প্রতি আরএসএস ও তালেবানের মধ্যে সমান্তরাল টানিয়েছেন, উভয় সংগঠনের মতাদর্শ ও আচরণে মিল পাওয়া যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন।

যথিন্দ্র সিদ্দারামাইয়া বলেন, "আরএসএসের মনোভাব তালেবানের মতো, যারা ইসলাম ধর্মে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেয়, তেমনি আরএসএসও হিন্দুধর্মকে একক ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ করতে চায়।" তিনি আরও বলেন, "ধর্মে তারা একটি মাত্র দৃষ্টিভঙ্গি চায়। ইসলাম ধর্মে যেমন একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তারা চাপিয়ে দেয়, তেমনি আরএসএসও হিন্দুধর্মকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তারা নারীদের স্বাধীনতা হ্রাস করে, আরএসএসও একই রকম আচরণ করে।"

অন্যদিকে, প্রিয়াংক খারগে বলেন, "যেকোনো ধরনের উগ্রবাদ তালেবানের সমান। তালেবান কখনো নারীদের সম্মান দেয় না, আরএসএসও দেয় না। তালেবান সংবিধানের প্রতি সম্মান দেখায় না, আরএসএসও দেখায় না। তালেবান তাদের ধর্মীয় যুদ্ধে গরীবদের ব্যবহার করে, আর এখানে আরএসএসও তাদের লক্ষ্য হাসিলে গরীবদের ব্যবহার করে।"

প্রিয়াংক খারগে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়াকে একটি চিঠিও লিখেছেন, যাতে তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠান, পাবলিক প্লেগ্রাউন্ড এবং মন্দিরে আরএসএসের সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানান। চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেন যে, আরএসএস শাখা ও সভার মাধ্যমে শিশু ও যুবকদের মধ্যে বিভাজনমূলক ভাবনা ছড়িয়ে দেয় যা সংবিধানের পরিপন্থী এবং জাতীয় ঐক্যের বিরোধী।

এর জবাবে কর্নাটক বিজেপি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগের ২০০২ সালে বেঙ্গালুরুতে আরএসএসের একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পুরনো একটি ছবি শেয়ার করে কংগ্রেসের নিন্দা করেছে এবং তাদের দ্বিচারিতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। প্রিয়াংক খারগে এই দাবিকে "মিথ্যা প্রচার" বলে খণ্ডন করেছেন এবং পরিষ্কার করেছেন যে, তাঁর পিতা ওই অনুষ্ঠানে কেবল আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, আরএসএসের সমর্থনে নয়।

অন্যদিকে, কর্নাটক বিজেপির নেতা সি টি রাবি আরএসএসের পক্ষে সুর চেয়েছেন এবং বলেছেন, "দশক ধরে আরএসএসের কার্যক্রম বন্ধ করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদ সংগঠন গঠনের অনুমতি দেয়। আরএসএসের কার্যক্রম দেখলেই বোঝা যাবে যে, এটি সমাজকল্যাণের জন্য কাজ করে। সামাজিক সেবা করা কি অপরাধ?" তিনি আরও বলেছেন।

রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে এই বিতর্ক নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে এবং দুই পক্ষই তাদের বক্তব্যে প্রবল অবস্থান নিয়েছে।

সোমবার আগরতলায় এআইডিসিওর উদ্যোগে বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চুল ঝরে পাতলা হয়ে যাচ্ছে? দ্রুত সমাধান পেতে রইল ৫ ভেষজ উপায়

চুল পাতলা হয়ে যাওয়া, চুল ঝরে পড়া এগুলি সবই একটি সাধারণ সমস্যা। তবে মন ও শরীরের ভারসাম্যের ভারসামহীনতার কারণে এই সমস্যাগুলি আরও বৃদ্ধি পায়। আমেরিকান একাদেমি অফ ডার্মাটোলজি অনুসারে প্রতিদিন ৫০ থেকে ১০০ চুল স্বাভাবিকভাবেই ঝরে পড়ে ।

এর থেকে বেশি ঝরে পড়লে বুঝতে হবে শরীরের কোথাও সমস্যা তৈরি হয়েছে। এমনকি চুল ঝরতে ঝরতে এমন সমস্যা হবে, তাতে চুল পাতলা হয়ে মাথায় টাক পর্যন্ত হতে পারে। জেনেটিক্স, লাইফস্টাইল এই দুটির সংমিশ্রণে চুল পাতলা হওয়ার কারণ রয়েছে। আবার কোনও অসুখের কারণে বা বেশি ডোজের ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় চুল ঝরে পাতলা হওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। আয়ুর্বেদ অনুসারে, নিজের দোষে, ভারসাম্যহীনতাতেই পুরুষ ও নারী, উভয়েরই চুলের ক্ষতি ও চুলে পাতলা হওয়ার সমস্যা দেখা যায়। যাদের পিত্ত বা হজমের সমস্যা রয়েছে তাদেরই বিশেষ করে অকালে চুল পেকে যাওয়া, চুল ঝরে যাওয়া, চুল পড়া, চুল পাতলা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। যাদের এই সমস্যা রয়েছে, তারা ভেষজ বা আয়ুর্বেদ কোনও থেরাপি করতে পারেন। বর্তমানে সুস্থ থাকতে সুষম খাদ্য, জীবনধারা ও হার্বাল থেরাপির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাদ্য, ঔষধি ভেষজ ব্যবহার, যোগা ও ধ্যান করা, অ্যারোমাথেরাপি, ভেষজ তেল ম্যাসাজ, প্রাণায়াম ও যোগব্যায়ামের উপরই নির্ভর করছে সুস্থ থাকার মূলমন্ত্র। পুরুষ ও মহিলা, উভয়েরই চুল পড়ার চিকিতায় বেশি কার্যকরী। চুল পাতলা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিলে ঘরেই কী কী ভেষজ উপায়ে সমস্যার সমাধান করবেন, তা জেনে নিন এখানে

মধু

মধু হল একটি প্রাকৃতিক হিউমেক্ট্যান্ট, যা মাথার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল শোষণ করতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য,যার ফলে মাথার ত্বকে ও মুখের ত্বকে ব্রণ, ফুসকুড়ি, চুলকানির মত সমস্যাকে উপশম করতে সাহায্য করে।

আমলা তেল

এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। আমলা সরাসরি খাওয়া বেশ ভাল। যদি তা খেতে না পারেন, তাহলে রস করেও খেতে পারেন। এছাড়া চুলের গোড়ায় আমলার তেল ব্যবহার করলে তা অনেক বেশি ফল পাওয়া যায়। চুল পাতলা হওয়া, অকালে পেকে যাওয়া, চুল পড়ার মত সমস্যাগুলি খুব সহজেই রোধ করা সম্ভব। এটি চুলের গভীরে গিয়ে চুলকে আরও স্বাস্থ্যকর ও মজবুত করে তোলে।

ব্রাহ্মী তেল ব্রাহ্মী শাক শুধু স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতেই সাহায্য করে তাই নয়, ব্রাহ্মী শাকের তেল চুল পাতলা হয়ে যাওয়াও রোধ করে। তুলের ফলিকলগুলিকে উদ্দীপিত করতে ও মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে। ব্রাহ্মী তেল নিয়ে কয়েক মিনিট মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করুন। তারপর সারারাত রেখে দিন। সকালে উঠে শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করে নিন।

কারি পাতার তেল

এটিও একটি বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ ও চুলের গ্রোথকে উন্নত করতে সাহায্য করে। নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল অল্প গরম করে তাতে কারি পাতা দিন। তেল ঠান্ডা হলে পাতা ছেঁকে নিন। এরপর এই তেল চুল ধোওয়ার আগে সরাসরি প্রয়োগ করতে পারেন।

কিছু জিনিস আছে, সেগুলি এড়িয়ে চলুন ক্যাফেইন জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন। শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে কফি পান করা এড়িয়ে চলুন। সময়ের মধ্যে বন্ধ করতে না পারলে চুল ঝরে পাতলা হয়ে যেতে পারে। মশালাদার, ভাজাভুজি, তৈলাক্ত ও জাঙ্ক ফুড খাওয়া যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন। এর জেরে পিত্তদোষে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করতে পারে। তাতে চুল ঝরে পাতলা হয়ে যায় অনেক বেশি।

শীতকালে ত্বকের চামড়া খুব তাড়াতাড়ি ঝুলে যাচ্ছে?

বলিরেখা, ত্বক ঝুলে পড়া এবং মুখের দাগ বার্ধক্যের লক্ষণ। এমন পরিস্থিতিতে রান্নাঘরে উপস্থিত উপাদান থেকে তৈরি করতে পারেন অ্যান্টি-এজিং ফেস মাস্ক। ঘরে তৈরি এই মাস্কগুলি ব্যবহার করে এই ধরণের সমস্ত লক্ষণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন আপনি। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে ঘরেই তৈরি করতে পারেন এই অ্যান্টি-এজিং ফেস মাস্ক।

অ্যালোভেরা এবং গ্রিন টি:- গ্রিন টি তৈরি করুন। একটু ঠান্ডা হতে দিন। দুই টেবিল চামচ গ্রিন টি নিন এবং এতে এক টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল দিন। এই মিশ্রণটি মুখে এবং ঘাড়ে লাগান। আঙুল দিয়ে হালকাভাবে ম্যাসাজ করুন। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলার আগে এটি ত্বকে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ব্যবহার করতে পারেন।

ডিম এবং দই ফেস প্যাক:-একটি

ডিম ভেঙে ভাল করে ফেটিয়ে একটি পাত্রে রাখুন। এতে এক টেবিল চামচ ফ্রেস দই যোগ করুন। তাদের একসঙ্গে মিশ্রিত করুন। এই মিশ্রণের একটি সমান স্তর সারা মুখে এবং ঘাড়ে লাগান। ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য এটি রেখে দিন। এরপর জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার জল করুন। সপ্তাহে একবার বা দু'বার ব্যবহার করতে পারেন। নারকেল

তেল এবং জলপাই তেল:- নারকেল তেল এবং অলিভ অয়েল সমান পরিমাণে নিন। একসঙ্গে মেশান এবং এই তেলের মিশ্রণটি আপনার ত্বকে ম্যাসাজ করার জন্য ব্যবহার করুন। আলতো করে ম্যাসাজ করে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এর পর বিশুদ্ধ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। আপনি এটি প্রতিদিন ব্যবহার করতে পারেন।

কলার ফেস প্যাক:- একটি পাকা কলা নিন। এর খোসা ছাড়িয়ে নিন। ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। কাঁটা চামচের সাহায্যে কলার টুকরো ম্যাশ করুন বা পরিষ্কার আঙ্গুল ব্যবহার করুন। ম্যাশ করা কলা দিয়ে মুখ এবং ঘাড়ে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। তারপর ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেখে দিন। ফ্রেস জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ব্যবহার করুন।

মধু এবং ডিমের কুসুমের প্যাক:- প্রথমে একটি পাত্র নিন এবং তাতে ২ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। এবার অন্য একটি পাত্রে ডিম ফেটিয়ে নিন। মধুর মিশ্রণে ফেটানো ডিম যোগ করুন। সব উপকরণ ভাল করে মিশিয়ে নিন। এরপর এই মিশ্রণটি আপনার ত্বকে লাগিয়ে শুকোতে দিন। এরপর ঠান্ডা জল দিয়ে ত্বক ধুয়ে ফেলুন।

ত্বকের রূপকথায় দুধের সরের জাদু

যতই বিউটি পার্লারে গিয়ে ফেস ক্লিন আপ, ফেশিয়াল, ব্লিচিং এসব করানো হোক না কেন ধরোয়া উপাদানের কোনও বিকল্প নেই। ত্বকে যত বেশি কেমিক্যাল ব্যবহার করা হবে ত্বক তত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়। দুদিনের জন্য ত্বক ফরসা করে লাভ নেই। এর দীর্ঘমেয়াদি ফল খুব একটা ভাল হয় না। যত বেশি কেমিক্যাল ব্যবহার করবেন ততই ত্বকের জন্য ক্ষতি।

প্রাচীন কালে রাজরানীরা ত্বকের পরিচর্যায় দুধের সর ব্যবহার করতেন। আর তাতেই খুলত ত্বকের জেল্লা। বিশেষজ্ঞদের মতে, সরে উপস্থিত এক নয়, একাধিক ভাবে ত্বকের জেল্লা বাড়ায়। শীতে ত্বকের জেল্লা বাড়াতে এই দুধের সরের কোনও জুড়ি নেই। বাইরে বেরোলেই ত্বকে ট্যান পড়ে। ত্বক বুড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রেও কাজে লাগানো যায় দুধের সর। রোদে ত্বক পুড়ে গেলে কিংবা কালো ছোপ ধরলে নিয়ম করে লাগিয়ে নিন দুধের সর। এক্ষেত্রে চামচ দুয়েক দুধের সরের সঙ্গে এক চামচ বেসন মিশিয়ে থকথকে একটা পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। এবার তা মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর জল দিয়ে ধুয়ে নিলেই চলবে।

সারা বছরই ত্বক শুষ্ক থাকে? তাহলে তো দুধের সর মুখে লাগাতে ভুলবেন না যেন! কারণ, দুধের সর হল প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার, যা ত্বকের হারিয়ে যাওয়া আর্দতা ফিরিয়ে আনে। এমনকী স্কিন সেলের নানা ক্ষতও দূর করে। ফলে ভিতর থেকে ত্বক এতটাই সুন্দর হয়ে ওঠে যে জেল্লা বাড়ে চোখে পড়ার মতো। দুধের সরের সঙ্গে মধু মেশালেই কাজ চলে যাবে। দুধের সর, কাঁচা হলুদ, বেসন, মধু আর লেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। এবার তা যত্ন করে মুখে লাগান। আর এতেই ফিরবে ত্বকের উজ্জ্বলতা। বিয়ের আগে এভাবে রূপচর্চা করলে লাগবে না ফেশিয়ালও।

দুধের সর আর ওটসের গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে স্ক্রাবও বানিয়ে নিতে পারেন। নিয়ম করে মুখে লাগালে ধুলো, ময়লা উঠে যায়। ত্বক থাকে পরিষ্কার।

শ্যাম্পু করার পরেও চুলের তৈলাক্ত ভাব কাটছে না

শীতের মরসুমেও তৈলাক্ত চুল নিয়ে সমস্যায় পড়েন অনেকেই। চুলে অতিরিক্ত তেল আসার কারণে অনেকেই নানা সমস্যায় পড়তে হয়। এ কারণে চুলে ধুলাবালি জমে এবং চুলে নিস্তেজ ভাব আসতে শুরু করে। চুল নিস্তেজ হওয়ার কারণেও চুল পড়া শুরু হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক সময় শ্যাম্পু করার পরের দিন থেকেই চুল চিটচিটে হয়ে গেছে।

আপনাকেও কি প্রায়ই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? তাহলে আসুন আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এর আসল কারণ আপনার মাথার ত্বকে।

দেখা যায়, চুল যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তৈলাক্ত হয়ে যায়, তাহলে এর মানে মাথার ত্বকের তেলের গ্রন্থি থেকে বেশি পরিমাণে সিবাম বের হচ্ছে। আপনি যদি শীতকালেও এই সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে কিছু ঘরোয়া উপায় অবলম্বন করলে অনেক অংশে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যায়। জেনে নিন এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলির সম্পর্কে

লেবু

যেকোনও ধরনের চিটচিটে বা তৈলাক্ত ভাব দূর করতে লেবুকে সবচেয়ে কার্যকর বলে মনে করা হয়। এটি খুবই সস্তা এবং এর ব্যবহারও সেরা ফলাফল দিতে পারে। মাথা ধোয়ার আধা ঘণ্টা আগে স্কাল্পে লেবুর রস লাগান। তারপর চুল চুল ধুয়ে ফেলুন। তবে ঠাণ্ডায় দুপুরের দিকে এই প্রতিকারটি ব্যবহার করুন। মাথার ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর করার পাশাপাশি লেবুর রস খুশকিও দূর করবে।

দই

শুধু ত্বক নয় চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে দইকে সেরা উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে উপস্থিত অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল মাথার ত্বকে জমে থাকা তেল দূর করতে কাজ করে। এটি চুলকেও ময়েশ্চারাইজড রাখবে। এটি আধ ঘণ্টা চুলে লাগিয়ে সাধারণ জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার

এক কাপ জলে ৩ থেকে ৪ চা চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে মাথার ত্বকে লাগান। এই মিশ্রণটি লাগানোর পর কিছুক্ষণ পর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্রতিকারটি ব্যবহারে মাথার ত্বকের অতিরিক্ত তেল বেরিয়ে আসবে এবং চুলের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরে পাবেন।

টমেটো ও মুলতানি মাটি

চুল থেকে অতিরিক্ত তেল দূর করতে ২টি টমেটোর রস ও ১ চা চামচ মুলতানি মাটি মিশিয়ে নিন। এই পেস্টটি আপনার চুলের স্কাল্পে লাগান এবং প্রায় ২০ থেকে ৩০ মিনিট রাখার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতেও চুলের অতিরিক্ত তেল দূর হয়ে যাবে।

১১নতুন বছরের শুরুতে চেহারায় পরিবর্তন আনতে ভুরুর স্টাইলের সামান্য পরিবর্তন করলেই হবে. চেহারার সঙ্গে ভুরুর আকৃতি ঠিকঠাক না হলে মুখের ধরনই বদলে যায়। তবে শুধু চেহারার নয়, চোখের সৌন্দর্যেরও অনেকটাই নির্ভর করে আইব্রো এর উপর। আইব্রো করাতে অনেকে পার্লারে যান, আবার অনেকে বাড়িতে নিজেই করে নেন। একবার আইব্রো করার পর অন্তত ২-৩ সপ্তাহের আগে আর করানো যায় না। তাই যখন আইব্রো করাবেন তার আগে ভেবে নিন আপনার মুখের আকৃতির সঙ্গে কী ধরনের আইব্রো ভাল লাগবে।

সব মুখে সরু আইব্রো মানায় না, আবার মোটা আইব্রো যে আপনার মুখের সঙ্গে মানাবে তার কোনও মানে নেই। সবার ভুরু জোড়া ঘন, কালো হয় না। তবে এখন বিভিন্ন আইব্রো পেন্সিল পাওয়া যায় মার্কেটে, যা দিয়ে আপনি নিজের পছন্দমতো আইব্রো এঁকে নিতে পারেন।

দুটি আয়না ব্যবহার করুন:- যখনই আইব্রো করবেন দুটি আয়না ব্যবহার করুন। একটা ছোট আর একটা বড় আয়না। আইব্রো করার সময় ছোট আয়নার ওপর নজর রাখবেন, আর বড় আয়নায় দেখবেন ঠিকঠাক আইব্রো হল কিনা। অবশ্যই সময় নিয়ে আইব্রো করবেন। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে।

প্রতিদিন হালকা আইব্রাও করুন: আপনি পার্লারে না গিয়ে যদি বাড়িতে নিজেই আইব্রো করেন তাহলে একদিনে করতে যাবেন না। তার থেকে ভাল প্রতিদিন দু-একটা হেয়ার রিমুভ করা। এতে আপনি ভুরুর শেপ ঠিক রাখতে পারবেন। স্নান করার পর আইব্রো করার চেষ্টা করবেন।

ভুরুর ওপরের দিক থেকে প্লাক করবেন না:- কখনও ভুরুর ওপরের দিক থেকে প্লাক করবেন না। এতে আইব্রোর শেপ নষ্ট হয়ে যাবে। আইব্রো করার আগে ভাল করে ব্রাশ করে নিন, দেখুন আপনার ভুরুর শেপের বাইরে কোথাও হেয়ার আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে সেগুলোই প্লাক করুন শুধু। সবসময় ভুরুর চুলের গ্রোথ যেদিকে সেই দিকে প্লাক করবেন।

ভুরুর ন্যাচারাল শেপ রাখুন:- অনেকেই মোটা ভুরু হলে সরু করে শেপ করেন। অনেকে আবার জোড়া ভুরু থাকলে মাঝখানটা প্লাক করে আলাদা করে দেন। এসব একদম করবেন না। এতে ভুরু জোড়ার শেপ নষ্ট হয়ে যাবে। মুখের সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে। আপনার ভুরুর প্রাকৃতিক শেপ যেটা সেটাই রাখবেন সবসময়।

সাবধানে ট্রিম করুন:- ট্রিম করলে আপনার ভুরু জোড়ার শেপ ভাল থাকবে। ট্রিম করার জন্য একটি স্পুলি ব্রাশ এবং সোজা কাঁচি দরকার। ভুরু ভাল করে ব্রাশ করার পর ট্রিম করুন।

ঘরোয়া উপাদানেই ফিরে পাবেন কুচকুচে কালো চুল!

বয়স বাড়লে, চুল পাকবে - এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অল্প বয়সে চুল পাকতে থাকলে কার ভাল লাগে! পাকা চুল ঢাকার জন্য অনেকেই চুলে নানা রকম রাসায়নিক রং ব্যবহার করেন। এতে কিছুদিন চুল কালো থাকে ঠিকই, কিন্তু তারপর আবার যেই কে সেই! তাছাড়া, কেমিকেল-যুক্ত প্রোডাক্ট বেশি ব্যবহার করলে আবার নানা ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে পারে।

বরং প্রাকৃতিক উপায়েই আপনি চুল কালো করতে পারেন। তার না আছে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, না আছে দ্রুত সেই রং চলে যাওয়ার ভয়! এখন জেনে নিন, কী ভাবে ঘরোয়া উপায়ে চুল কালো করবেন।

আমলকি হেয়ার প্যাক

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আমলকি স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বক ও চুলের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। এতে ক্যালসিয়াম রয়েছে এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়, যার ফলে চুল ভাল থাকে এবং অকালে চুল পেকে যাওয়ার হাত থেকে মুক্তি মেলে।

একগুচ্ছ কারি পাতা পিষে নিন। তার সঙ্গে ২ টেবিল চামচ আমলকি পাউডার ও ২ টেবিল চামচ ব্রাহ্মী পাউডার মেশান। একেবারে মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন। এই পেস্টটি পুরো চুলে ও স্কাল্পে লাগিয়ে এক ঘণ্টা রাখুন। তারপর শ্যাম্পু করে নিন। আলুর হেয়ার প্যাক আলু অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ, যা চুল কালো করতে সাহায্য করে। দইও চুল ভাল রাখে এবং অকালে চুল পেকে যেতে দেয় না।

আলুর রসে ৩ টেবিল চামচ টক দই মেশান ভাল ভাবে। এই প্যাকটি চুল এবং মাথার ত্বকে লাগিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ। তারপর শ্যাম্পু করে নিন।

তুলসীহেয়ার প্যাক

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ তুলসি চুলের নানা সমস্যা দূর করতে কার্যকর। অন্যদিকে, ব্ল্যাক টি ট্যানিক অ্যাসিডে পরিপূর্ণ, যা চুলকে কালো করতে সাহায্য করে।

একটি প্যানে পরিমাণমতো জলে ৪ টেবিল চামচ ব্ল্যাক টি পাউডার এবং কয়েকটি তুলসি পাতা দিয়ে কিছুক্ষণ ফোটান। জলটা ঠান্ডা হতে দিন। তারপর এই জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু'বার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করুন।

হেনা হেয়ার প্যাক

হেনা পাকা চুলকে কালো করতে দারুণ কার্যকর। পরিমাণমতো জলে ১ টেবিল চামচ কফি পাউডার ভাল করে ফুটিয়ে ঠান্ডা করুন। এতে হেনা পাউডার দিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এই প্যাকটি কয়েক ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিন। তারপর এতে ১ টেবিল চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে প্যাকটি আপনার পুরো চুলে লাগান। কয়েক ঘণ্টা রেখে শ্যাম্পু করে নিন।

শীতে নিস্তেজ ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনবেন কীভাবে?

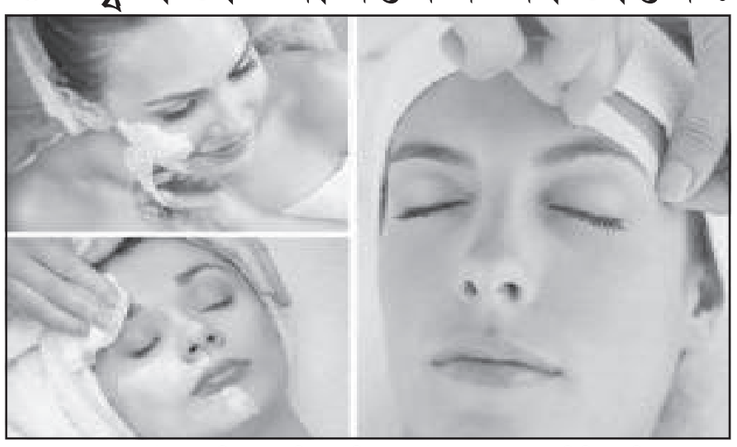

আপনার জন্য রইল ৪টি ফেসপ্যাকের সন্ধান শীতে যেমন বাড়ে শরীরের নানা সমস্যা তেমনই ত্বকেও নানা সমস্যা দেখা দেয়। শীতকালে আবহাওয়া থাকে শুষ্ক আর এই প্রভাব পড়ে আমাদের ত্বকেও। চামড়া খসখসে হয়ে যায়, টান পড়ে। প্রাকৃতিক আর্দতাও নষ্ট হয়ে যায়। বাইরে দূষণ যেমন বেশি থাকে তেমনই শীতে ক্রিম, ময়েশ্চারাইজার. তেল-সবই ব্যবহার করা হয়।

সারাদিন ক্রিম, ময়েশ্চারাইজার মাখার ফলে মুখের উপর একটা ময়লার আস্তরণ পড়ে। এর ফলে নষ্ট হয়ে যায় ত্বকের উজ্জ্বলতা।

শীতে ত্বক যাতে পুষ্টি পায়, ত্বকের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য আর আর্দতা যাতে বজায় থাকে তার জন্যই আপনি ব্যবহার করতে পারে বাড়িতে তৈরি ফেসপ্যাক। ত্বকের বিষয়ে আমরা সকলেই সচেতন। প্রাকৃতিক পুষ্টি সমৃদ্ধ উপাদান ব্যবহার করলে তা ত্বকের ওপর কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া ফেলে না। তাই ঘরে তৈরি ফেসপ্যাক আপনার ত্বকের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি ত্বককে পুষ্টি দান করবে। এর জন্য কী-কী ফেসপ্যাক আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, দেখে নিন

অলিভ অয়েল এবং কফির তৈরির ফেস প্যাক এই ফেসপ্যাকটি তৈরি করতে এক থেকে দুই চামচ অলিভ অয়েল নিয়ে তাতে এক চামচ কফি মেশান। ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই ফেসপ্যাকটি আপনার মুখ এবং ত্বকে লাগান। ১৫ মিনিটের জন্য এটি ত্বকের ওপর রেখে দিন। এরপর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

চন্দনের ফেস প্যাক

উজ্জ্বল ত্বক পেতে এক চা চামচ চন্দন গুঁড়ো এক চা চামচ মধুর সাথে মিশিয়ে নিন। এতে ১ থেকে ২ চা চামচ অ্যালোভেরা জেল মেশান। এই প্যাকটি আপনার ত্বককে হাইড্রেট করবে। এটি আপনার ত্বকের ওপর প্রয়োগ করুন এবং ১৫ মিনিটের জন্য রেখে দিন। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। বিটরুট এবং মুলতানি মাটির ফেস প্যাক একটি পাত্রে এক টেবিল চামচ মুলতানি মাটির গুঁড়ো, ৩/৪ চা চামচ বিটরুট গুঁড়ো, এক থেকে দুই টেবিল চামচ দই এবং এক থেকে দুই ফোঁটা বাদাম তেল মেশান। এটি আপনার ত্বকে ওপর প্রয়োগ করুন এবং ১৫ মিনিটের জন্য রেখে দিন। ১৫ মিনিটের জন্য রেখে দিন। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি ত্বককে নরম করতে সাহায্য করবে।

দীপক রঞ্জন করের দুটি কবিতা

"আগমনী"

শরৎ এসেছে আনন্দ লগনে
নদীর দু'ধারে কাশের বনে।
কাননে শিউলি ফুলের মেলা
গগনে মেঘের পেঁজা তুলা।
হিমের পরশ হৃদয়ে জাগে
শিশির বিন্দু ঘাসের আগে।
প্রকৃতি ঝিলমিল রোদ সোনার
বাঙালি মনে আনন্দ অপার।
ঢাকের উপর পড়লো কাঠি
মায়ের আগমনে পরিপাটি।
বছর ঘুরে মায়ের বোধন
উল্লাসে সবার পুলকিত মন।।

'শরৎ শোভা'

পদ্ম পাতায় বিছানা পাতা
দিঘির শান্ত জলে
অপরূপ শোভায় সজ্জিত
নীল আকাশ তলে।
নদী পাড়ে কাশ ফুলেরা
উড়ছে হাওয়ায় দোলে
বাতাসে সুবাস ছড়ায়
ভোরের শিউলি ফুলে।
বছর ঘুরে আসছেন মা
সাজো সাজো রবে,
আসছে শরৎ হাসছে জগৎ
হৃদয় আনন্দে সবে।
হিমেল বাতাস পরশ গায়ে
ধানের শীষে শিশির
শঙ্খ ঢাকে আসছে পুজো
স্বপ্নে জাগা নিশির।
ধনী গরিব সবার ঘরে
খুশির উৎসব ঐ
ছেলে বুড়ো সকল মিলে
আনন্দের হইচই।

সোমবার কর্পোরেটস অলক রায়ের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনে ছয় গুণ প্রবৃদ্ধি: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতের ইতিহাসে নতুন মাইলফলক

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ভারতের ইলেকট্রনিক্স খাত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এক ঐতিহাসিক মাইলফলকে পৌঁছেছে, যেখানে উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১১.৩ লাখ কোটিতে যা ২০১৪-১৫ সালের ১.৯ লাখ কোটি থেকে ছয় গুণ বৃদ্ধি। গত এক দশকে এই খাতের রূপান্তর ঘটেছে উল্লেখযোগ্যভাবে, যার পেছনে রয়েছে ঘরোয়া নীতিগত সহায়তা, উৎপাদন ক্ষমতার দ্রুত সম্প্রসারণ এবং বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সংযুক্তি। এই অভিযাত্রায় তৈরি হয়েছে ২৫ লাখেরও বেশি কর্মসংস্থান, যা ইলেকট্রনিক্সকে ভারতের অন্যতম দ্রুতবর্ধনশীল ও কর্মসংস্থানমুখী খাতে পরিণত করেছে।

এই অগ্রগতি ভারতের বৃহত্তর লক্ষ্য 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'আত্মনির্ভর ভারত' এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে ৫০০ বিলিয়ন মূল্যের ঘরোয়া ইলেকট্রনিক্স ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে, ভারত এখন বৈশ্বিক ইলেকট্রনিক্স ডিজাইন, উৎপাদন ও রপ্তানির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠার পথে অগ্রসর। গত এক দশকে খাতটি কাঠামোগত রূপান্তর দেখেছে, যার পেছনে রয়েছে সহায়ক নীতিমালা, ব্যবসা সহজীকরণের পরিবেশ এবং বিনিয়োগকারীদের বাড়তি আস্থা। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে উৎপাদনে ছয় গুণ বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানি ৩৮,০০০ কোটি থেকে বেড়ে ৩.২৭ লাখ কোটিতে পৌঁছেছে যা আট গুণ বৃদ্ধি।

বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রনিক্স সরবরাহ শৃঙ্খলায় ভারতের ভূমিকাও ক্রমেই কৌশলগত গুরুত্ব পাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ভারতে ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এসেছে ৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যার প্রায় ৭০ শতাংশ এসেছে উৎপাদন সংক্রান্ত প্রধান প্রকল্প, অর্থাৎ প্রোডাকশন লিংকড ইনসেনটিভ স্কিমের আওতাধীন সংস্থাগুলোর কাছ থেকে। বর্তমানে ভারতীয় ইলেকট্রনিক্স পণ্য রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য এবং ইতালির মতো প্রধান বাজারে।

এই সাফল্যের কেন্দ্রে রয়েছে মোবাইল ফোন শিল্প। ২০১৪-১৫ সালে যেখানে মোবাইল উৎপাদন ছিল মাত্র ১৮,০০০ কোটি, তা ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৪৫ লাখ কোটিতে অর্থাৎ ২৮ গুণ বৃদ্ধি। প্রতি বছর প্রায় ৩৩০ মিলিয়ন মোবাইল ফোন উৎপাদনের মাধ্যমে ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল নির্মাতা দেশ। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০১৪-১৫ সালে মোবাইল ফোনের ৭৮ শতাংশ আমদানি করতে হলেও বর্তমানে দেশ প্রায় স্বনির্ভর।

রপ্তানির ক্ষেত্রেও মোবাইল ফোন শিল্প নজিরবিহীন বৃদ্ধি দেখেছে। ২০১৪-১৫ সালে যেখানে রপ্তানি ছিল ১,৫০০ কোটি, তা ২০২৪-২৫ সালে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ কোটিতে এক দশকে ১২৭ গুণ বৃদ্ধি। এর পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে বৈশ্বিক নির্মাতাদের ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারে আগ্রহ। শুধুমাত্র অ্যাপল একাই ২০২৪ সালে ১,১০,৯৮৯ কোটি মূল্যের আইফোন ভারতে উৎপাদন করে রপ্তানি করেছে, যা বছরে ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের শুরুটিও ছিল জোরদার। প্রথম পাঁচ মাসেই স্মার্টফোন রপ্তানি ১ লাখ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৫৫ শতাংশ বেশি। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে স্মার্টফোন রপ্তানিতে চীনকে অতিক্রম করেছে, যা বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় এক নতুন মোড় নির্দেশ করে। ২০১৪ সালে মাত্র দুটি মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী ইউনিট থাকলেও বর্তমানে ভারতে ৩০০টিরও বেশি কারখানা রয়েছে, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং বৈশ্বিক রপ্তানি দুইই মেটাচ্ছে।

মোবাইল ফোন ছাড়াও, ইলেকট্রনিক্স এখন দেশের প্রায় সব খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ঘর, হাসপাতাল, কারখানা বা যানবাহনে সর্বত্রই ইলেকট্রনিক্স উদ্ভাবন, দক্ষতা ও জীবনমান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ভোক্তা ইলেকট্রনিক্সে (টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, এসি) সহজলভ্যতা ও বাড়ন্ত চাহিদা অভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তারকে নির্দেশ করে। ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট উৎপাদনের মাধ্যমে ভারত এখন আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে এগোচ্ছে।

অটোমোটিভ ইলেকট্রনিক্স খাতে, বৈদ্যুতিক ও সংযুক্ত যানবাহনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেন্সর, ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম, ও কন্ট্রোল ইউনিটের মতো যন্ত্রাংশের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিকিৎসা ইলেকট্রনিক্সেও যেমন অক্সিমিটার, গ্লুকোমিটার ও মনিটরিং ডিভাইস ব্যবহারের পরিমাণ দ্রুত বাড়ছে, যা স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান বৃদ্ধিও প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করছে।

এই খাতের উন্নয়নে সরকার পরিচালিত একাধিক নীতিমালা ও স্কিম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। প্রোডাকশন লিংকড ইনসেনটিভ স্কিম, ১.৯৭ লাখ কোটি বরাদ্দ সহ ১৪টি খাতের জন্য চালু হয়েছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত এই স্কিমের মাধ্যমে ১৩,১০৭ কোটি বিনিয়োগ এসেছে, উৎপাদন হয়েছে ৮.৫৬ লাখ কোটি, রপ্তানি পৌঁছেছে ৪.৬৫ লাখ কোটিতে এবং সৃষ্টি হয়েছে ১.৩৫ লাখ সরাসরি কর্মসংস্থান।

ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট ও সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে পুঁজিবিনিয়োগে ২৫ শতাংশ ভর্তুকি দেয়ার স্কিম স্পেকস, এবং মে ২০২৫-এ অনুমোদিত ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিম এই খাতকে আরও সুসংহত করছে। ইসিএমএস-এর আওতায় ২২,৯১৯ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দে প্রথম পর্যায়েই ২৪৯টি আবেদন জমা পড়েছে। এর মাধ্যমে ১.১৫ লাখ কোটি বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে যা মূল লক্ষ্য থেকে দ্বিগুণ বেশি। প্রক্ষেপিত উৎপাদন ৬ বছরে ১০.৩৪ লাখ কোটি, এবং ১.৪২ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়াও, ন্যাশনাল পলিসি অন ইলেকট্রনিক্স ২০১৯ ভারতকে ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম ডিজাইন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং-এ বিশ্ব নেতৃত্বে নিয়ে যাওয়ার কৌশলগত রূপরেখা তৈরি করেছে। এই নীতির লক্ষ্য ২০২৫ সালের মধ্যে ৪০০ বিলিয়নের ইএসডিএম আয় অর্জন, গবেষণা ও ডিজাইনভিত্তিক প্রবৃদ্ধির উপর জোর দিয়ে।

আজকের দিনে ভারতের ইলেকট্রনিক্স খাত শুধু উৎপাদন নয়, বরং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের একটি স্তম্ভ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কর্মসংস্থান, রপ্তানি, আত্মনির্ভরতা এবং বৈশ্বিক মানচিত্রে ভারতের অবস্থান পরিবর্তনের যে প্রতিফলন এই খাতে দেখা যাচ্ছে, তা আগামী দিনের শিল্প, ডিজিটাল ক্ষমতায়ন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের অগ্রগতির দিকনির্দেশ করছে।

২০২৫-৩১ সময়সীমায় ৫০০ বিলিয়ন ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনের লক্ষ্যে এই খাতের বিকাশ শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, বরং ভারতের শিল্পকাঠামো, প্রযুক্তিনির্ভরতা এবং আত্মনির্ভরতার শক্ত ভিত রচনা করছে।

শিলংয়ে কুকি-জো সম্প্রদায়ের উচ্চপর্যায়ের সম্মেলন: মনিপুর সংঘাত সমাধানে রাজনৈতিক পথনির্দেশের দাবি

শিলং, ১৩ অক্টোবর : দুই বছর ধরে চলা মণিপুরের জাতিগত সংঘাতের সমাধানে একটি সম্মিলিত রোডম্যাপ তৈরি করতে শিলংয়ে উচ্চপর্যায়ের এক সম্মেলনে মিলিত হন কুকি-জো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। 'শিলং কনক্লেভ' নামে পরিচিত এই বৈঠকে অংশ নেন সিভিল সোসাইটি সংগঠন, আইনজ্ঞ, জাতীয় ও আঞ্চলিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং 'সাসপেনশন অফ অপারেশনস' চুক্তির আওতায় থাকা বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যরা।

সম্মেলনের শেষে অংশগ্রহণকারীরা একটি বিস্তৃত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সংবিধানসম্মত রাজনৈতিক সমাধানের জন্য জোরালো আহ্বান জানান। তারা উল্লেখ করেন, মেইতেই ও কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের সংঘাত নিরসনে রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা এবং পুনর্মিলনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি। একইসাথে, গৃহচ্যুত পরিবার ও সহিংসতার শিকারদের সুবিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

সম্মেলনে মূল রাজনৈতিক দাবিসমূহের মধ্যে ছিল সংবিধানের ২৩৯এ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি বিধানসভাসম্পন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের আহ্বান। প্রতিনিধিরা বলেন, এটি কুকি-জো জনগণের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং এর মাধ্যমে একমাত্র স্থায়ী শান্তির পথ সুগম হতে পারে।

এছাড়াও, কুকি-জো সম্প্রদায়ের জমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতির সুরক্ষায় সংবিধানের ২৪৪ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি বিশেষ সুরক্ষা কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। আলোচকরা মনে করেন, এই ধরনের সাংবিধানিক গ্যারান্টি ঐতিহাসিকভাবে চলা বঞ্চনা রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্মেলনে চলমান জাতিগত উত্তেজনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতার দাবি জানান, যাতে জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ফিরে আসে এবং জাতিগত বিভাজন আরও না বাড়ে। বক্তারা স্পষ্ট করেন, নিরপেক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসন ছাড়া স্থায়ী শান্তি অর্জন অসম্ভব।

সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় কুকি-জো সম্প্রদায়ের সমস্ত সিভিল সোসাইটি সংগঠনের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। আয়োজকরা জানান, ভবিষ্যতে আরও সংলাপ ও পরামর্শমূলক কর্মসূচি নেওয়া হবে, যাতে দ্রুত রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছনো যায় এবং আত্মনির্ভরতা, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় কুকি-জো অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে।

দেশজুড়ে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস, মহারাষ্ট্রে ১৫ অক্টোবর থেকে বজ্রঝড়, কৃষকদের জন্য সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর আজ উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, মাহে, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও কারাইকাল অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। একইসঙ্গে ওড়িশা, তেলেঙ্গানা ও লক্ষদ্বীপে বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। দিল্লিতে আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।

মহারাষ্ট্রে কয়েকদিনের শুষ্ক আবহাওয়ার পর ১৫ অক্টোবর থেকে বজ্রঝড়সহ বৃষ্টিপাতের নতুন ধারা শুরু হবে বলে জানিয়েছে আইএমডি। এই আবহাওয়া পরিস্থিতি ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত চলতে পারে। বিশেষত বিদর্ভ, মরাঠওয়াড়া ও মধ্য মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে বজ্রঝড়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। খান্দেশ ও মধ্য মহারাষ্ট্রের অন্যান্য এলাকায় তুলনামূলক কম মাত্রার বজ্রঝড় হতে পারে।

কৃষি দফতর কৃষকদের ফসল সুরক্ষার জন্য সতর্ক করেছে এবং ভারী বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা নিতে বলেছে। কৃষকদের আবহাওয়ার আপডেট মনোযোগ দিয়ে দেখতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আগামীকালও উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, মাহে, দক্ষিণ কর্ণাটক, পুদুচেরি ও কারাইকাল এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ওড়িশা, তেলেঙ্গানা ও লক্ষদ্বীপে পরবর্তী দুই দিন বজ্রঝড় ও দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। কেরল ও তামিলনাড়ুতে আগামী সাত দিন ভারী বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বজায় থাকবে।

আইএমডি-এর এই সতর্কবার্তা সাধারণ মানুষ এবং কৃষকদের বিশেষ সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

জুবিন গার্গের মৃত্যুর তদন্ত দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে জানালেন এসআইটি প্রধান মুন্না প্রসাদ গুপ্ত

গুয়াহাটি, ১৩ অক্টোবর : বিশিষ্ট গায়ক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জুবিন গার্গের রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে সোমবার সংবাদমাধ্যমকে ব্রিফ করলেন সিআইডি-র স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল ও স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম-এর প্রধান মুন্না প্রসাদ গুপ্ত। তিনি জানান, তদন্ত দ্রুত গতিতে ও পুরোপুরি আইনসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় এগোচ্ছে।

গুপ্ত বলেন, মামলার সঙ্গে যুক্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হয়েছেন এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরও কয়েকজন তদন্তে যুক্ত হবেন। তিনি জানান, ''পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে আরও কিছু লোক তদন্তে যোগ দেবেন। সিঙ্গাপুর থেকেও একজন আসার সম্ভাবনা রয়েছে, হয়তো আজই তিনি পৌঁছবেন।''

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নিয়ে ছড়ানো জল্পনা প্রসঙ্গে গুপ্ত পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ''আগামীকাল বিকেল ৪টায় রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে না। এটি সরাসরি আদালতের কাছে জমা দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে এসআইটি রিপোর্ট পেয়ে গিয়েছে।''

তদন্ত প্রসারে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে বলেও জানান গুপ্ত। তিনি বলেন, ''সিঙ্গাপুরেও সমান্তরাল তদন্ত চালানো হচ্ছে এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শেয়ার করা হয়েছে। অনুমতি মিললেই এসআইটি-র একটি দল সিঙ্গাপুরে গিয়ে তদন্ত চালাবে।''

তিনি আরও জানান, বর্তমানে ১৪ দিনের হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের এখনই পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব নয়, কারণ তা আইনগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে পড়ে। ''তদন্ত এক্সপার্ট কমিটির রিপোর্টের দিকনির্দেশনা অনুযায়ীই চলছে এবং সব প্রক্রিয়া কঠোরভাবে আইন মেনে করা হচ্ছে,'' বলেও জানান গুপ্ত। সিআইডি-র এসডিজিপি আশ্বস্ত করেছেন যে, পুরো তদন্ত কাজ আইনসঙ্গত ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে এবং তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে ভবিষ্যতেও নিয়মিত আপডেট দেওয়া হবে।

জুবিন গার্গের আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে রাজ্যজুড়ে শোকের আবহের মধ্যেই এই তদন্ত রাজ্যের সাংস্কৃতিক জগতে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর আগ্রহ তৈরি করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে

● প্রথম পাতার পর

মন্তব্যকে রিয়াং সমাজের সদস্যরা অপমানজনক ও ইতিহাসবিরোধী বলে দাবি করেন। তাদের বক্তব্য, ''রিয়াং জনগোষ্ঠী ত্রিপুরার সবচেয়ে আদিম জাতিগুলির একটি। ১৯০১ সালে রাজার সেনাপতি ছিলেন রিয়াং সম্প্রদায়ের মানুষ। এমন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর এমন বক্তব্য আমাদের আত্মসম্মানে আঘাত করেছে।''

তারা আরও জানান, ''আমরা এই রাজ্যের সন্তান। আমাদের ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। তাই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।''

যদিও বিক্ষোভ ঘিরে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, তবে পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবস্থার উপর নজর রাখা হচ্ছে, যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি না হয়।

সচেতন মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক এখন রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি নতুন ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

চাঁদার জন্য কুমারঘাটে

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রী ও বর্তমান বিধায়ক শ্রী ভগবান দাসকে অবহিত করেছেন। এখন বিধায়ক কী পদক্ষেপ নেন, তাই দেখার বিষয়।

উল্লেখ্য, ধর্মনগর শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই বয়েজ ক্লাবটি আরক্ষা দপ্তর ও উত্তর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে মাত্র ঢিলছোড়া দূরত্বে। তবুও প্রতিবছরই এই ক্লাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে জোরজবরদস্তি করে চাঁদা আদায় ও ব্যবসায়ীদের মারধরের অভিযোগ উঠে আসে। সবকিছু জেনেও প্রশাসনের নীরব ভূমিকা নিয়ে শহরবাসীর মধ্যে উঠেছে একাধিক প্রশ্নচিহ্ন।

প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যগুরু পদ্মিনী

● প্রথম পাতার পর

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।''

শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলা

● প্রথম পাতার পর

তুলে দিয়ে তাকে ধর্মনগর থানাতেই রাখা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ১২ অক্টোবর পানিসাগর থানায় (মামলা নং ২০২৫পিএনএস০৪৭) একটি নৃশংস শিশুহত্যা মামলা দায়ের হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা ও পোকসো আইনের অধীনে দায়ের করা এই মামলায় অভিযোগ করা হয় যে, ১১ অক্টোবর বিকেল প্রায় ৬টার সময় উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর থানার অন্তর্গত উত্তর পদ্মবিল এলাকার এক ব্যক্তি, যিনি নিহত ১৪ মাস বয়সী কন্যাশিশুটির মাতামহ, শিশুটিকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরই শিশুটির নিথর দেহ পাওয়া যায় নিকটবর্তী কৃষিজমিতে। ঘটনার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি পালিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ বিশেষ দল গঠন করে অভিযুক্তকে ধরার অভিযান শুরু করে। পুলিশের তৎপরতায় একই দিন সকালে আসাম রাজ্যের নিলামবাজার এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

সীমান্তে ১৬ কোটির ইয়াবা

● প্রথম পাতার পর

রান্নাঘরের ভেতরে মাটির নিচে পুঁতে রাখা অবস্থায় উদ্ধার হয় ১৬টি প্যাকেট, যেগুলো বাদামি টেপে মোড়ানো ছিল। প্যাকেটগুলি খোলা হলে দেখা যায়, তাতে রয়েছে প্রায় ১৬ কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট, যার মধ্যে আনুমানিক ১ লক্ষ ৬০ হাজার পিস ট্যাবলেট ছিল, যার বাজারমূল্য প্রায় ১৬ কোটি।

অভিযানের সময় বাড়ির মালিক লিপিয়ারা খাতুনকে আটক করা হয়েছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনসিবি-র হেফাজতে দেওয়া হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সমস্ত মাদকও আইনগত পদক্ষেপের জন্য এনসিবি আগরতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিএসএফ-এর এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, এই সফল অভিযান আবারও প্রমাণ করল যে সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার রোধে বিএসএফ সর্বদা তৎপর এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে কঠোরভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে মাদক চোরাচালান ক্রমশ বাড়ছে। এর আগেও রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমান্ত থেকে বহুবার বিপুল পরিমাণ ইয়াবা, ব্রাউন সুগার ও গাঁজা উদ্ধার করেছে বিএসএফ। এবারের এই অভিযানকে চলতি বছরের অন্যতম বড় সাফল্য হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

বিজেপি সরকার দেশের

● প্রথম পাতার পর

ও আরএসএস-এর বিরুদ্ধেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান। তাঁর কথায়, আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার দেশের ইতিহাস বদলে দিতে চায়। কারণ ওরা বর্বর। ইতিহাস মুছে দিয়ে নিজেদের মতো করে দেশের অতীত সাজাতে চাইছে।

এডিসি নির্বাচনে

● প্রথম পাতার পর

আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী চায় না, বরং চায় একজন 'রাবার স্ট্যাম্প'। প্রদ্যোত আরও অভিযোগ করেন, বহু বছর ধরে উপজাতীয় এলাকার প্রশাসনিক কার্যক্রমে দেরি হচ্ছে। ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন গত নয় বছর ধরে ঝুলে আছে। ইতিমধ্যে হাইকোর্টে যাওয়া হয়েছে, রায়ও পক্ষে এসেছে যে নির্বাচন করতে হবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনও তা স্বীকার করেছে, কিন্তু তারা করেনি। তাই এখন সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হয়েছে, এবং সর্বোচ্চ আদালত ন্যায় দেবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি তার দলকে দুর্বল করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। আসন্ন টিটিএএডিসি এবং ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে বিজেপিকে একটিও আসন দেবে না দল। তিপ্রা মথা দলই জিতবে। উপজাতীয় পরিষদে কোনো জাতীয় দলকে স্থান দেওয়া হবে না বলে উল্লেখ করেন প্রদ্যোত।

বেতন না পাওয়ায়

● প্রথম পাতার পর

নজরে আনা হয়েছে এবং দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এখন দেখার বিষয়, রাজ্য সরকার কত দ্রুত এই বেতন সমস্যার সুরাহা করে রেগার কর্মচারীদের মুখে হাসি ফিরিয়ে দিতে পারে।

এদিকে, রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে কর্মরত রেগা কর্মীরা সোমবার তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও-র অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করে বেতন বিলম্বের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বেতন না পাওয়ায় তাঁদের পরিবার-পরিজন চরম আর্থিক সংকটে ভুগছেন।

ডেপুটেশনে উপস্থিত জিআরএস, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টসহ অন্যান্য রেগা কর্মীরা জানান, সেপ্টেম্বর মাস থেকে তাঁদের বেতন বন্ধ রয়েছে। অপরদিকে, রাজ্যের অন্যান্য স্থায়ী সরকারি কর্মচারীরা দুর্গাপূজার আগেই, অর্থাৎ ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বেতন পেয়েছেন, যা রেগা কর্মীদের মধ্যে আরও অসন্তোষ ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

কর্মীরা অভিযোগ করে বলেন, ''আমরাও সরকারের অধীনে কাজ করি, আমাদেরও পরিবার ও সন্তান আছে। সরকারি দপ্তরের কর্মচারীরা সময়মতো বেতন পায়, অথচ আমাদের বেতন মাসের পর মাস আটকে থাকে কেন?'' কেউ সন্তানদের স্কুল ফি দিতে পারছেন না, কেউ বাজার থেকে ধার করে সংসার চালাচ্ছেন এমন পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন কর্মীরা।

রেগা কর্মীরা গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার, পুকুর খনন, সেচনালা মেরামতসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁরা নিরলসভাবে শ্রম দিয়ে থাকেন। তবুও তাঁদের পরিশ্রমের যথাযথ মূল্য না দেওয়ায় প্রশাসনের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সচেতন মহল।

কর্মীদের অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরে বেতন বিলম্বের প্রবণতা একটি নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কখনও বলা হয় তহবিল বরাদ্দ আসেনি, আবার কখনও ফাইল প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, কিন্তু বেতন দেওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।

এ বিষয়ে সচেতন মহলের দাবি, অবিলম্বে দপ্তরভিত্তিক নিরীক্ষা চালিয়ে বকেয়া বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি, প্রতি মাসে নির্দিষ্ট তারিখে রেগা কর্মীদের বেতন তাঁদের ব্যাঙ্ক হিসাবে পৌঁছানোর জন্য কার্যকরী ও স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সোমবার আগরতলায় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর রহস্যজনক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: নিজ দোকান থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ী মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে।

পুলিশ জানিয়েছেন, আজ সকালে আগরতলা মসজিদপট্টি এলাকায় নিজ দোকানের তৃতীয় তলা থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী দীপক সাহার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে অনেকবার ফোন করা হলেও কোনো সাড়া না মেলায় সন্দেহের উদ্রেক হয়। পরে মসজিদপট্টিস্থ তাঁর দোকানে গিয়ে খোঁজ করলে তৃতীয় তলা থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হয়।

সাথে সাথে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ বলেছে, এটি আত্মহত্যা না কি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনো রহস্য, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।

১ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে কমলপুর বড়লুতমা ত্রয়ী মন্ডপের ঐতিহ্যবাহী মহারাস লীলা উৎসব ও মেলা

কমলপুর, ১৩ অক্টোবর: উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় উৎসব মহারাস লীলা উৎসব ও মেলা আগামী ১ নভেম্বর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত ধলাই জেলার কমলপুরের বড়লুতমা ত্রয়ী মন্ডপ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পাঁচ দিনব্যাপী এই মহোৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ইতিমধ্যেই উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

ধলাই জেলার জেলা শাসকের নির্দেশ অনুযায়ী, উৎসবকে সফল ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সোমবার শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিউর মন্দিরে একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আয়োজন করে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহারাস লীলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার বিধায়ক ও প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি মনোজ কান্তি দেব, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, সহ-সভাপতি অনাদি সরকার, সালেমা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিনা বিশ্বাস, দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, ধলাই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক পার্থ দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম বনিক, সহ জেলার বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকবৃন্দ।

উৎসবের সার্বিক সাফল্যের লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উৎসব পরিচালনার জন্য একটি নতুন মহারাস লীলা উৎসব ও মেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নতুন কমিটির পদাধিকারীরা হলেন, চেয়ারম্যান: বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, চিফ প্যাট্রন: কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, সভাপতি: প্রদীপ কুমার সিনহা, সম্পাদক: প্রসেনজিৎ সিনহা, কোষাধ্যক্ষ: শরৎ কুমার সিনহা।

উল্লেখ্য, প্রতি বছরই বড়লুতমা ত্রয়ী মন্ডপে অনুষ্ঠিত মহারাস লীলা উৎসব ও মেলা উত্তর-পূর্ব ভারতের নানা প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থীকে আকৃষ্ট করে। এ বছরও সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে উৎসবটি আরও বর্ণাঢ্য ও সুশৃঙ্খলভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে জোর প্রস্তুতি চলছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস দিবস উপলক্ষে কৈলাশহরে জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠান

কৈলাশহর, ১৩ অক্টোবর: আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস দিবস উপলক্ষে আজ ঊনকোটি জেলার উদ্যোগে কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে এক জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য ছিলদুর্য্যোগের ঝুঁকি কমাতে সাধারণ মানুষ কীভাবে প্রস্তুতি নেবে এবং সচেতনতার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা যায়, সে সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা।

অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে ঊনকোটি জেলা প্রশাসন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, জেলা শাসক ও সমাহর্তা ড. তমাল মজুমদার, অতিরিক্ত জেলা শাসক অর্গ সাহা, মহকুমা শাসক বিপুল দাস, কুমারঘাট ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ পৃত্তি ভূষণ চাকমা, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক শ্রী মতি রঞ্জন দেববর্মা সহ বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকগণ।

অনুষ্ঠানটি উপভোগ ও শেখার জন্য উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাবের সদস্য, আপৎকালীন মিত্র এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিমের কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের উত্তরীয়, ফুলের তোড়া ও উপহার দিয়ে বরণ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

দুর্য্যোগের সময় মানবিক সহায়তায় এগিয়ে আসা কৈলাশহর ও কুমারঘাট এলাকার বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানপত্র ও উপহার প্রদান করা হয়।

এছাড়াও দুর্য্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি মূকাভিনয় নাটক মঞ্চস্থ করা হয়, যা দর্শকদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে জেলা শাসক ড. তমাল মজুমদার দুর্য্যোগের সময় মানবিক দায়িত্ব পালনের শপথ বাক্য পাঠ করান।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলার সাধারণ মানুষ দুর্য্যোগ মোকাবিলায় সচেতন ও প্রস্তুত থাকার বার্তা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

বড় ধরনের আইনি ধাক্কা রাজদ সভাপতি লালু প্রসাদ যাদবের জন্য: দিল্লির আদালত দিল চার্জ ফ্রেম করার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : রাজদ সভাপতি ও প্রাক্তন বিহার মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের জন্য এক বড় আইনি ধাক্কা দিল্লির একটি আদালত। আইআরসিটিসি দুর্নীতি মামলায় সোমবার আদালত লালু প্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রব্রী দেবী এবং পুত্র তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম করার নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশনাটি বিহার বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এসেছে, যা রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন তৈরি করেছে।

আদালত লালু প্রসাদ যাদবকে 'সরকারি দায়িত্বের অপব্যবহার' ও 'অবৈধ ষড়যন্ত্র' করার অভিযোগে চার্জ শোনানোর নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে রব্রী দেবী ও তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে 'প্রতারণা' এবং 'ষড়যন্ত্র' করার অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনজনেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং মামলাটি বিচারাধীন থাকবে।

মামলাটি সিবিআই তদন্ত করছে, যেটি আইআরসিটিসি-র দুইটি হোটেল বিএনআর রাঁচি এবং বিএনআর পুরির মেরামত কাজের কনট্রাক্ট বরাদ্দ সংক্রান্ত। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই কনট্রাক্টগুলি একটি প্রাইভেট সংস্থা সুজাতা হোটেলের হাতে অনুকূল শর্তে দেওয়া হয়েছিল, যার মালিক বিজয় ও বিনয় কোচর। সিবিআই চার্জশিটে বলা হয়েছে, লালু যাদব পাটনার প্রায় তিন একর জমি বেআইনি উপায়ে একটি বেআইনি বা 'বেনামি' কোম্পানির মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন।

আদালতের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত রেলমন্ত্রী থাকাকালীন লালু যাদব সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তিনি টেন্ডারের যোগ্যতার শর্ত পরিবর্তন করে একটি সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরি করেন এবং কোচর পরিবারের কাছ থেকে জমি কম মূল্যে কেনার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। আদালত আরও বলেছে, জমি ও শেয়ারগুলির অধীনে মূল্যায়ন রাজ্যের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির কারণ হয়েছে এবং এতে 'গুরুতর সন্দেহ' তৈরি হয়েছে যে, বিভিন্ন ব্যক্তি একত্রে ষড়যন্ত্র করে জমি ও শেয়ারগুলির নিয়ন্ত্রণ লালু পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে।

সিবিআই প্রমাণের শৃঙ্খলে দেখা গেছে টেন্ডারের শর্তাবলীতে পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং লালু যাদব হোটেলগুলির হস্তান্তরের গতি নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। আদালত মনে করেছে যে, জমি ও শেয়ারের মূল্যায়ন অস্বাভাবিক এবং এই ব্যাপারে শেয়ারগুলির অর্থনৈতিক ক্ষতি রাজ্য সরকারের পক্ষে গুরুতর।

লালু যাদবের পক্ষের আইনজীবী আদালতে বলেছিলেন যে, এই মামলায় তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নেই এবং তিনি অবিচারিত হয়েছেন। তাঁর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিয়ম মেনে পরিচালিত হয়েছিল এবং দুর্নীতি বা অনিয়মের কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

আইনি প্রক্রিয়ায়, লালু যাদবকে 'প্রিভেনশন অব করাপশন অ্যাক্টের' ধারা ১৩(২) অনুযায়ী ট্রায়াল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তবে তিনজনকেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ (প্রতারণা) এবং ১২০বি (ষড়যন্ত্র) ধারার আওতায় চার্জ শোনা হবে। সিবিআই চার্জশিটে আইআরসিটিসি'র গ্রুপ জেনারেল ম্যানেজার ভিকে অস্থানা এবং আরকে গোয়াল, এছাড়া সুজাতা হোটেলের মালিক বিজয় ও বিনয় কোচরকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই মামলার ফলে লালু পরিবারের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, বিশেষ করে আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই মামলা এবং আদালতের নির্দেশনার কারণে ভোটের সময় রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। লালু যাদবের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগগুলো তাদের নির্বাচনী প্রচারে বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সার্বিকভাবে, এই মামলা দেশের রাজনীতিতে সরকারি দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। আদালতের আগামী কার্যক্রম ও মামলার প্রক্রিয়া নজর রাখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অপজিশন ইন্ডিয়া ব্লকে ফাটল, কংগ্রেস রাজ্যসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না জম্মু ও কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ১৩ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যসভা নির্বাচনে কংগ্রেস অংশগ্রহণ থেকে সরাসরি সরে দাঁড়িয়েছে। শনিবার শ্রীনগরে এক দীর্ঘ সভার পর কংগ্রেস রাজ্য সভাপতি তরিক হামিদ কর্রা জানিয়েছেন, তাদের নিরাপদ আসন চাওয়া সত্ত্বেও জোট সহযোগী ন্যাশনাল কনফারেন্স তাদের নিরাপদ আসন না দেওয়ায় কংগ্রেস কোনো প্রার্থী দেবে না।

কর্রা বলেছেন, 'কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আসন নম্বর ১ অথবা ২ দাবি করেছিল। কিন্তু ওমর আবদুল্লাহর দল আসন নম্বর ৪ প্রস্তাব করেছে, যা নিরাপদ নয়। তাই আমরা সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আসন নম্বর ৪ থেকে প্রার্থী না দেওয়ার।'

ন্যাশনাল কনফারেন্স ইতোমধ্যে তাদের তিন প্রার্থী ঘোষণা করেছে, যারা আজই মনোনয়ন পত্র দাখিল করবেন। জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থানে থাকা শাসক দল তিন আসন নিশ্চিতভাবেই পাবে।

চতুর্থ আসন পেতে শাসক দলের জন্য প্রয়োজন বিরোধী জোটের সমর্থন, যার মধ্যে রয়েছে তিনজন পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির বিধায়ক, এবং আরও কিছু দল যেমন পিপলস কনফারেন্স, আওয়ামী ইত্তেহাদ পার্টি ও আম আদমি পার্টির এক-একজন বিধায়ক।বিজেপি ২৮ বিধায়ক নিয়ে কমপক্ষে একটি আসন পাওয়ার পথে, তারা তিনজন প্রার্থী ঘোষণা করেছে যারা ২৪ অক্টোবর রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এই ঘটনায় ইন্ডিয়া ব্লকে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যসভা নির্বাচনে উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে পদ্মবিলের শিশুহত্যা ও ধর্ষণ ঘটনার প্রতিবাদে পুলিশ সুপারের নিকট স্মারকলিপি প্রদান

ধর্মনগর, ১৩ অক্টোবর : পানিসাগর মহকুমার পদ্মবিল এলাকায় ১৪ মাসের এক নিষ্পাপ শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও নির্মমভাবে হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল উত্তর ত্রিপুরা জুড়ে ক্ষোভের ঝড় উঠেছে। এই জঘন্য ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সোমবার ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জেলা পুলিশ সুপারের নিকট এক প্রতিবাদী স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দেওয়া ওই স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পদ্মবিল এলাকায় সংঘটিত এই নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড গোটা রাজ্যবাসীকে স্তম্ভিত করেছে। নিহত শিশুকন্যা অনিশা বেগমের (বয়স ১৪ মাস) বাবা-মা হলেন মিনাজ উদ্দিন ও আলিমা বেগম। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত জয়নাল উদ্দিনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

স্মারকলিপিতে জেলা কংগ্রেস দাবি জানিয়েছে এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত অভিযুক্তকে যেন দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা আর না ঘটে।

এদিন স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি দিগবিজয় চক্রবর্তী, প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য চয়ন ভট্টাচার্য, কেবল কান্তি নন্দী, কংগ্রেস নেতা কঙ্কজকুমার দে, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেনসহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব।

মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ ব্যক্তি, পড়ে রহস্যজনকভাবে পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: পুকুরে বরশি দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে জলে ডুবে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল ৫০ উর্ধ্ব এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম রাধাগোবিন্দ দেবনাথ। জানা যায় গতকাল সন্ধ্যে থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বিশালগড় থানার অন্তর্গত পূর্ব গোকুলনগর সিপিআই ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা রাধাগোবিন্দ দেবনাথ রবিবার দুপুরে চাম্পামুড়ার একটি পুকুরে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলেও ওই ব্যক্তি বাড়িতে না ফেরায় পরিবার-পরিজনরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। সারারাত খুঁজেও ওই ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত আজ সকালে মৃতের ছেলে পুকুর এলাকায় তার বাবাকে খুঁজতে এলে পুকুরের মধ্যে তার বাবার মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে ছুটে আসে পরিবারের অন্যান্য সদস্য সহ আশপাশ এলাকার জনগণ। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তবে কিভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে ধুয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

রাজ্যে আন্তর্জাতিক বিপর্যয় প্রশমন দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: আজ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাজ্যে আন্তর্জাতিক বিপর্যয় প্রশমন দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে সচিবালয়ে সাধারণ প্রশাসন (সচিবালয় প্রশাসন) দপ্তরের সচিব টি. কে. দেবনাথ উপস্থিত বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিদের দুর্য্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে শপথ বাক্য পাঠ করান। পাশাপাশি এন.ডি.আর.এফ. এবং ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসের জওয়ানগণ বিপর্যয় মোকাবিলার উপর মহড়া প্রদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে সাধারণ প্রশাসন (সচিবালয় প্রশাসন) দপ্তরের যুগ্ম সচিব অসীম সাহা, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের স্টেট প্রজেক্ট অফিসার শরৎ কুমার দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও আন্তর্জাতিক বিপর্যয় প্রশমন দিবস পালন উপলক্ষ্যে রাজ্যের জেলা ও মহকুমা সদর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিসগুলিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিপর্যয়ের হাত থেকে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার উপর মহড়ারও আয়োজন করা হয়।

অক্সিজেন সিলিন্ডারের অব্যবস্থার অভিযোগ করায় রোগীকে রেফার জিবিতে

আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ফের বিতর্ক দেখা দিল। অভিযোগ, হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রতিবাদ করায় এক প্রবীণ রোগীর আত্মীয়কে শাস্তি হিসেবে রোগীকে জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চিকিৎসা মহলে।

জানা যায়, যোগেন্দ্রনগরের অগ্রদূত ক্লাব এলাকার বাসিন্দা নিখিল ধর (৮২) গত শনিবার জ্বর, সর্দি ও কাশি নিয়ে আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর ভাতিজা রঞ্জন ধর হাসপাতালে গিয়ে দেখতে পান, অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলির অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। যদিও নিখিলবাবুর অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়নি, তবুও রঞ্জনবাবু হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন তোলেন এবং অন্যান্য রোগীদের স্বার্থে বিষয়টি তুলে ধরেন।

রঞ্জনবাবুর অভিযোগ, এরপরই কোনো কারণ ছাড়াই তাঁর কাকাকে রেফার করে দেন চিকিৎসকরা। অথচ নিখিলবাবুর শারীরিক অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। তাঁর বক্তব্য, শুধু হাসপাতালের দুরবস্থা নিয়ে কথা বলার জন্যই তার কাকাকে অন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে , তাকে অপদস্ত করার জন্যে।

তিনি আরও জানান, আইজিএম হাসপাতালে এমন অনেক রোগী আছেন যাঁদের অবস্থা আরও গুরুতর, তবু তাঁদের জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হচ্ছে না। তাই এই ঘটনার প্রতিবাদে রঞ্জনবাবু সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আমতলীতে গৃহবধূ নিখোঁজ: মারধরের পর গায়েব করার অভিযোগে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: রাজধানী আগরতলা সংলগ্ন বোধজংনগর থানার অন্তর্গত আমতলী কালিকা কালিতলা এলাকায় এক গৃহবধূকে নির্মমভাবে মারধর করার পর গায়েব করে ফেলার অভিযোগ ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নিখোঁজ মহিলার নাম বিশাখা সরকার (৩২)। তিনি স্থানীয়ভাবে গৃহস্থালির কাজ করতেন বলে জানা গেছে। পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, বিশাখা সরকার কাজের টাকা আনতে আমতলী লস্করপাড়ার বাসিন্দা লক্ষ্মী বিশ্বাস নামে এক মহিলার বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁকে হাত-পা বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং পরবর্তীতে রহস্যজনকভাবে গায়েব হয়ে যান তিনি। ঘটনার পর বিশাখা সরকারের পরিবার বোধজংনগর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করে এবং অভিযুক্ত লক্ষ্মী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করে। তবে এখন পর্যন্ত নিখোঁজ মহিলার কোনো খোঁজ মেলেনি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ, বিশাখাকে পরিকল্পিতভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা দ্রুত পুলিশের কঠোর পদক্ষেপ ও ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন। এদিকে, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সমগ্র আমতলী ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং নিখোঁজ মহিলার সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

মঙ্গল

ভিনু মানকর ট্রফিতে টানা তিন ম্যাচে বিধ্বস্ত ত্রিপুরা, ২০৬ রানে জয়ী কর্ণাটক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পর পর তিন ম্যাচে পরাজয়ের তকমাটা লেগে গেলো ত্রিপুরা দলের গায়ে। ভিনু মানকর ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অনূর্ধ ১৯ যুবা ক্রিকেটারদের দল। যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি সেরে এমন কি ভিনরাজ্যে গিয়ে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে চূড়ান্ত রাজ্য দল গঠন করা হলেও মাঠে নামার আগে মনে হয়েছিল টিম যথেষ্ট ব্যালান্সড হয়েছে। কিন্তু লাগাতর তিন ম্যাচে হেরে ছয় দলীয় এলিট গ্রুপ ডি-তে ত্রিপুরার অবস্থান একেবারে ষষ্ঠ স্থানে। প্রথম ম্যাচে হিমাচল প্রদেশের কাছে একানব্বই রানে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে হায়দ্রাবাদের কাছে আট উইকেটে পরাজয়ের পর আজ, সোমবার তৃতীয় ম্যাচেও ত্রিপুরা দল একপ্রকার বিধ্বস্ত হয়েছে কর্নাটকের কাছে। ২০৬ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে কর্ণাটক পুরো চার পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে।

দেরাদুনে মহরানা প্রতাপ কলেজ গ্রাউন্ডে সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্ণাটক প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ৩০৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মনিকান্ত শিবানন্দের ১৪৩ রান এবং রেহান মোহাম্মদের ৫৫ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। শিবানন্দ ১২৫ বল খেলে ১৫ টি বাউন্ডারি এবং দুটি ওভার বাউন্ডারি হাকিয়ে ১৫৩ রান সংগ্রহ করে। রেহানের ৫৫ রান এসেছে ৪০ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি সহযোগে। ত্রিপুরা দলের আরিফ মিয়া, অভিক পাল, রিয়াদ হোসেন একটি করে উইকেট পেয়েছে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দলের ব্যাটার্সরা একই রকম ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ১০১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। মাহিন ২৪ রান করে অপরাজিত থাকে। অধিনায়ক ওপেনার দেবাংশু দত্তের ২০ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো।

কর্ণাটকের অক্ষত প্রভাকর ১৬ রানে চারটি এবং বৈভব ২২ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। গ্রুপের অন্যান্য খেলায় হায়দ্রাবাদ ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে ছত্তিশগড়কে পরাজিত করে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। অপর ম্যাচে চন্ডিগড় রোমাঞ্চকর ২ উইকেটের ব্যবধানের জয় পেয়েছে হিমাচল প্রদেশ কে হারিয়ে।

সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে হিমাচলের কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা পরাজয়ের লক্ষ্যে এগুচ্ছে ত্রিপুরা দল। মহিলা সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ট্রফি ক্রিকেটে এলিট গ্রুপে ত্রিপুরা দল এ নিয়ে তৃতীয় পরাজয়ের মুখ দেখলো, চতুর্থ ম্যাচের মাথায়। সাফল্যের খতিয়ান শুধু সেই হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে ৪৮ রানের ব্যবধানে জয়। সোমবার বিকেল সাড়ে চারটায় গোয়ালিয়রে শ্রীমন্ত মাধব রাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে হিমাচল প্রদেশ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত কুড়ি ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষের সোনাল ঠাকুর ৪৪ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সর্বাধিক ৫৩ রান সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে দলীয় স্কোর সমৃদ্ধ করে। একই সঙ্গে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। ত্রিপুরা দলের প্রিয়াঙ্কা আচারা ১৬ রানে তিনটি এবং মানে দুটি উইকেট পেয়েছেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দলের ব্যাটার্সরা যথেষ্ট চেষ্টা করেও ৯ উইকেটে ১০৪ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলনেত্রী ঋজু সাহার সর্বাধিক ৩২ রান এবং তামান্না নিগমের ২৩ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। হিমাচলের নিনা চৌধুরী তিনটি এবং ফিস্তা, যমুনা দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। গ্রুপের অন্যান্য খেলায় কর্ণাটক ৬৪ রানের ব্যবধানে হরিয়ানাকে হারিয়ে লাগাতর চার ম্যাচে জয়ের সুবাদে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। অপর খেলায় ছত্তিশগড় আট উইকেট এর ব্যবধানে হায়দ্রাবাদ কে এবং অন্ধ্র ৪ উইকেটের ব্যবধানে উড়িষ্যা কে পরাজিত করেছে।

নর্থইস্ট ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে রাজ্যের বিরাজের দুইটি পদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গত ১০ থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত অরুণাচল প্রদেশের ইটানগর শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে চতুর্থ কিও নর্থইস্ট জোন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। এই নর্থইস্ট জোন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে ৬ সদস্যক রাজ্য দল অংশগ্রহণ করেছিল। এই চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার হয়ে লড়াই করে রাজ্যের খুদে ক্যারাটেকা সোনার ছেলে বিরাজ বণিক ক্যারাটের কাতা ও কুমিত বিভাগে যথাক্রমে একটি স্বর্ণপদক ও একটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে ত্রিপুরা রাজ্যকে গৌরবান্বিত করে। বিরাজ বণিকের এই অভাবনীয় সাফল্যে সারা রাজ্যের ক্যারাটেকা ও অভিভাবক মহলে ব্যাপক খুশির জোয়ার এসেছে। ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সকল অংশগ্রহণকারী তথা পদক জয়ী প্রত্যেক খেলোয়াড় দেরকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা ক্যারাটে টিমের কোচ কাম ম্যানেজার কৃষ্ণ দে এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন।

টানা দুই ম্যাচে হার, কাঁটা নকআউট স্বপ্নে! কোন অঙ্কে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে যেতে পারে ভারত?

বিশ্বকাপের শুরুতে টানা দু'ম্যাচ জিতে নকআউটে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছিল ভারত। কিন্তু তারপর দুই ম্যাচে হেরে হরমনপ্রীত কউরদের সেই স্বপ্নে বড়সড় ধাক্কা লেগেছে। রবিবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বড় রান তুলেও হেরে মাঠ ছেড়েছে উইমেন ইন ব্লু। তারপর থেকে ভারতের নকআউটে যাওয়া নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। ম্যাচ জয়ের পাশাপাশি জটিল অঙ্কও মাথায় রাখতে হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে।

প্রথম দুই ম্যাচে শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছিল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে বড় রান তুলে সাফল্য পেয়েছিল উইমেন ইন ব্লু। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেই ফর্মুলা খাটেনি। কখনও টপ অর্ডার, কখনও লোয়ার অর্ডারের ব্যর্থতায় বেশি রান তুলতে পারেনি ভারত। তাই জয় অধরা থেকে গিয়েছে। সেই সঙ্গে সংশয় দেখা দিয়েছে, ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলতে নেমে নকআউট পর্বের আগেই বিদায় নেবে না তো ভারত?

পয়েন্ট টেবিলে আপাতত চার নম্বরে রয়েছেন স্মৃতি মান্ধানারা। চার ম্যাচে চার পয়েন্ট পেয়েছে ভারত। নেট রান রেটও পজিটিভেই রয়েছে তাদের। এহেন পরিস্থিতিতে নকআউট নিশ্চিত করতে বাকি থাকা দুই ম্যাচেই ভারতকে জিততে হবে। গোটা বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত থাকা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে উইমেন ইন ব্লু। তারপর প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। এই দুই ম্যাচে জিতলে আট পয়েন্ট পাবে ভারত।

তাতেও ভারতের চিন্তা কমবে না। কারণ ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া কার্যত নকআউট নিশ্চিত করে ফেলেছে। বাকি দু'টি জায়গার জন্য ভারতের প্রবল প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু প্রোটিয়াদের অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। সেখানে ভারতের সামনে রয়েছে কঠিন চ্যালেঞ্জ। এহেন পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ড ম্যাচটি মরণবাঁচনের। ওই ম্যাচে জিততে না পারলে সেমিফাইনাল স্বপ্নে কার্যত দাঁড়ি পড়ে যাবে।

সিনিয়র মহিলা টি-২০ প্লেট গ্রুপে মেঘালয়, সিকিম ও মিজোরাম জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগরতলায় আয়োজিত সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ট্রফি প্লেট গ্রুপের খেলায় আজ, সোমবার দুই মাঠেই খেলা হয়েছে। তিনটি ম্যাচ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সকাল সাড়ে আটটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডের খেলায় মেঘালয় ৫ উইকেট এর ব্যবধানে নাগাল্যান্ডকে পরাজিত করে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় শীর্ষে উঠে এসেছে। টস পক্ষে না এলেও নাগাল্যান্ড প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সীমিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ৭৪ রান সংগ্রহ করলে জবাবে মেঘালয় ঠিক ছয় বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বলে ব্যাটে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করে বিজয়ী মেঘালয়ের ডি দত্ত পেয়েছেন প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বেলা ১১ টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মিজোরাম ছয় উইকেট এর ব্যবধানে অরুণাচল প্রদেশকে পরাজিত করেছে। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ নিয়ে অরুণাচল প্রদেশ সীমিত কুড়ি ওভারে ৬ উইকেটে ৮৩ রান সংগ্রহ করলে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মিজোরাম সাত বল বাকি থাকতে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে বিজয়ী মিজোরামের পি প্যাটেল, প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছেন।

বেলা সাড়ে বারোটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত অপর ম্যাচে সিকিম ৭ উইকেটের ব্যবধানে মনিপুরকে পরাজিত করে ৬ দলীয় প্লেট গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে স্থানটি ধরে রেখেছে। টস জিতে মনিপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৮.৩ ওভার খেলে ৬৮ রানে ইনিংস শেষ করলে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সিকিম জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় ১৫.৫ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে। বিজয়ী দলের বোলার সারিকা কলি ১১ রানে তিনটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছেন।

৩৩০ করেও হার ভারতের, জলে গেল স্মৃতির তিন নজির, ৩ উইকেটে অসিদের কাছে হেরে আগামী রবিতে ইংল্যান্ডের সামনে হরমনপ্রীতরা

পর পর দুই ম্যাচে হারতে হল ভারতকে। কাজে লাগল না স্মৃতি মন্ধানার তিন বিশ্বরেকর্ড। বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩৩০ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করেও ৩ উইকেটে হারতে হল হরমনপ্রীত কৌরের দলকে। মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেটে রান তাড়া করার বিশ্বরেকর্ড করে জিতল অস্ট্রেলিয়া। এক ওভার বাকি থাকতে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা।

এই ম্যাচ থেকে ভারতের ইতিবাচক দিক দুটি। এক, স্মৃতি মন্ধানার রানে ফেরা। দুই, বল নষ্ট না করা। তবে চিন্তা থাকল ভারতীয় দলের বোলিং এবং ফিল্ডিং নিয়ে। আগামী রবিবার আরও এক কঠিন প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। সেই ম্যাচে হারলে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে ভারত।

স্মৃতির ৬৬ বলে ৮০ রানের ইনিংস ম্লান হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালিসা হিলির ১০৭ বলে ১৪২ রানের ইনিংসের কাছে। ২১টি চার, ৩টি ছক্কা রয়েছে হিলির ইনিংসে। ১২০টি এক দিনের ম্যাচ খেলা ৩৫ বছরের হিলি তাঁর যাবতীয় অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ম্যাচ বার করলেন।

একটা সময়ে মনেই হয়নি অস্ট্রেলিয়া জিততে পারে। কারণ, ওপেনিং জুটিতে বড় রান তুললেও পাওয়ার প্লে-র পর রান তোলার গতি বাড়াতে পারেনি। প্রথম ১০ ওভারে ৮২ রান উঠলেও পরের ২০ ওভারে ১০০-র সামান্য বেশি রান করে অস্ট্রেলিয়া। ওই সময় দুই স্পিনার বাঁহাতি শ্রী চরণী এবং ডানহাতি দীপ্তি শর্মাকে সামলাতে হিমশিম খেতে হয় অসি ব্যাটারদের। শ্রী চরণী ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সেরা ছিলেন। তাঁর ১০ ওভারে ৪১ রান ওঠে। তিনি তিন উইকেট নেন। কিন্তু তার পরেও অস্ট্রেলিয়া বুঝিয়ে দিল কেন তারা সাত বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন।

মহিলাদের এক দিনের ম্যাচে রবিবার অস্ট্রেলিয়ার ৩৩১ রান তাড়া করে জেতা বিশ্বরেকর্ড। আগে কখনও এত রান তাড়া করে জেতেনি কোনও দল। রেকর্ড ছিল শ্রীলঙ্কার। তারা গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩০২ রান তাড়া করে জিতেছিল।

তবে প্রশংসা করতে হবে স্মৃতির ইনিংসের।

সমালোচনার জবাব দেওয়ার মঞ্চ হিসেবে বিশ্বকাপের কঠিনতম ম্যাচটিকেই বেছে নিয়েছিলেন স্মৃতি।

মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটার হিসাবে এক ক্যালেন্ডার বছরে ১,০০০ রান করলেন স্মৃতি। মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেটে দ্রুততম হিসেবে ৫,০০০ রান করার কৃতিত্বও অর্জন করলেন স্মৃতি। ১১২ ইনিংসে এই মাইলফলকে পৌঁছোলেন স্মৃতি। শুধু দ্রুততম হিসাবেই নয়, কনিষ্ঠতম হিসাবেও মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেটে ৫,০০০ রান করার রেকর্ড গড়লেন ২৯ বছরের স্মৃতি।

এই ম্যাচে ভারতকে ডুবিয়েছে ব্যাট করার সময় শেষ সাত ওভারের ব্যর্থতা। রিচা ঘোষ ২২ বলে ৩২ রান করে আউট হয়ে যাওয়ার পরে ভারত শেষ সাত ওভারে মাত্র ৩৬ রান তোলে। যেখানে ৩৫০ রান করা সম্ভব ছিল সেখানে ৩৩০ রান করেই থামতে হয় ভারতকে।

ম্যাচের পরে ঠিক এই কথাই বলেন হরমনপ্রীত।

ভারত অধিনায়ক বলেন, "আমরা যে ভাবে শুরু করেছিলাম, তাতে আরও ৩০-৪০ রান আমরা করতে পারতাম। শেষ ৬ ওভারে আমরা রান তুলতে পারিনি। তার খেসারত দিতে হল।

আগের তিনটে ম্যাচে আমরা মাঝের ওভারগুলোয় ভাল ব্যাট করতে পারিনি। আমাদের লোয়ার অর্ডার দায়িত্ব নিয়েছিল। আজ প্রথম ৪০ ওভার ভাল খেললাম। কিন্তু শেষের দিকে রান তুলতে পারলাম না।"

পর পর দু'টি ম্যাচে হারতে হলেও চিন্তিত নন হরমনপ্রীত। বলেন, "এগুলো হতেই পারে। দুটো ম্যাচ খারাপ গেলে বিশাল কিছু তফাত হয় না। আসল হল আমরা কী করে ঘুরে দাঁড়াতে পারি।"

জাতীয় দলে ব্রাত্য, বাদ পড়তে পারেন আইপিএল থেকেও, শামির কেরিয়ার নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন

সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না মহম্মদ শামির। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন। ফিরে আসার লড়াইয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন বটে। কিন্তু সেখানেও তেমন একটা সাফল্য পাননি। আসন্ন মরশুমে বাংলার হয়ে রনজি খেলবেন। তার আগে শামির জন্য আরও দুঃসংবাদ। জানা গিয়েছে, তিনি এবার বাদ পড়তে চলেছেন আইপিএল থেকে। সেই কারণেই প্রশ্ন উঠছে, শামির কেরিয়ার কি শেষ?

আইপিএলের আগের মরশুম ভালো কাটেনি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের। দলে ঈশান, কিষাণ, মহম্মদ শামি, অ্যাডাম জাম্পা, ট্র্যাভিস হেড, হেনরিখ ক্লাসেনের মতো নামিদামি ক্রিকেটাররা ছিলেন। তা সত্ত্বেও পয়েন্ট টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছিল অরেঞ্জ আর্মি। দক্ষিণী দলটির পাখির চোখ এবারের আইপিএলে ভালো কিছু করা। সেই কারণে এখন থেকেই মরিয়া তারা। শামির মতো অভিজ্ঞ বোলারের কাছে প্রত্যাশামতো পারফরম্যান্স না পাওয়ায় এবার তাঁকে বাদ দিতে পারে হায়দরাবাদ বলে খবর।

গত মরশুমে ১০ কোটি টাকায় শামিকে কিনেছিল সানরাইজার্স। কিন্তু একেবারেই বেমানান ছিলেন ৩৫ বছর বয়সি এই পেসার। ৯ ম্যাচে পেয়েছিলেন মাত্র ৬ উইকেট। ইকোনমি রেট ১১.২৩। সূত্রের খবর, এহসান মালিঙ্গা ও সিমরনজিৎ সিংয়ের মতো তরুণ তুর্কিদের উপর ভরসা রাখতে চাইছে হায়দরাবাদ। অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে সুযোগ পাননি। ভবিষ্যতেও সুযোগ পাবেন, এমন কোনও আশাভরসা নেই। বরং বোর্ডের খবর অনুযায়ী, জাতীয় দলে ফেরার রাস্তা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে বাংলার পেসারের জন্য। এর মধ্যে আইপিএল থেকে বাদ পড়লে তাঁর কেরিয়ার নিয়েই প্রশ্নচিহ্ন উঠে যাবে বলে ধারণা ক্রিকেটমহলের।

কেবল শামি নন, বাদের তালিকায় রয়েছেন ঈশান কিষাণও। গত মরশুমের মেগা নিলামে ১১.২৫ কোটি টাকায় তাঁকে কিনেছিল হায়দরাবাদ। তিন নম্বরে নেমে তাঁর গড় ছিল ২৬.৬০। স্ট্রাইক রেট ১৩৮। মাত্র দু'টি ম্যাচে বড় রান করেছিলেন। এর মধ্যে রাজস্থানের সঙ্গে একটা সেঞ্চুরি ছিল। আর ৩৩-এর উপর রান করেছিলেন মোটে চারবার।

সরকারবিরোধী মন্তব্যের পরেই কোপ! আজীবন নির্বাসনে জ্যাভলিন তারকা আরশাদের কোচ

আজীবনের জন্য নির্বাসিত হলেন পাকিস্তানি জ্যাভলিন থ্রোয়ার আরশাদ নাদিমের কোচ সলমন ইকবাল। রবিবার তাঁকে পাঞ্জাব অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য তাঁকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সলমনকে নিষিদ্ধ করেছে পাক অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন। প্রসঙ্গত, পাঞ্জাব অ্যাথলেটিক্স সংস্থায় সভাপতির পদে রয়েছেন তিনি। একদিন আগে পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ডকে কাঠগড়ায় তুলে সলমন বলেছিলেন, "কাফ মাসলের সমস্যার কারণে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল আরশাদের। টোকিওর আবহাওয়া বেশ গরম এবং আর্দ্র ছিল। খেলা হয়েছিল হার্ড ট্র্যাকে। যার প্রভাব পড়েছে পারফরম্যান্সে।" তাছাড়াও তিনি পিএসবি'কে মনে করিয়ে দেন, চোটের পর দক্ষিণ আফ্রিকায় নাদিমের জন্য রিহ্যাবের ব্যবস্থা করতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্য নিতে হয়েছিল। মনে করা হচ্ছে, এমন মন্তব্যের জেরেই আজীবন নিষিদ্ধ হতে হয়েছে তাঁকে। আজীবন নিষেধাজ্ঞার ফলে ইকবাল অ্যাথলেটিক্স সংক্রান্ত কোনও কার্যকলাপে অংশ নিতে পারবেন না। তাছাড়াও কোচ হিসাবেও কোনও দলের দায়িত্ব নিতে পারবেন না। আগস্টে নির্বাচনের সময় পাকিস্তান অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সংবিধান লঙ্ঘনের কারণে আজীবন নির্বাসিত করা হল তাঁকে। এর জন্য সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে নিজের নামের প্রতি একেবারেই সুবিচার করতে পারেননি। কোনওরকমে ফাইনালে উঠে সেখানে দশম স্থানে শেষ করেছিলেন আরশাদ নাদিম। কেন এত খারাপ পারফরম্যান্স, সেই ফিরিস্তি পর্যন্ত চেয়েছিল পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ড। জবাবে পিএসবি'কেই একহাত নিয়েছিলেন জ্যাভলিন থ্রোয়ার আরশাদ নাদিমের কোচ সলমন ইকবাল। এর একদিন পরেই আজীবন নির্বাসনে পাঠানো হল তাঁকে।

বিশ্বকাপের টিকিট কাটল ঘানা

পঞ্চম আফ্রিকান দেশ হিসেবে ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ঘানা। আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইয়ে গতকাল রাতে মোহাম্মদ কুদুসের গোলে কোমোরোসকে ১—০ গোলে হারিয়েছে 'ব্ল্যাক স্টার্স' খ্যাত দলটি।

এর ফলে আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলের বাইরের প্রথম দেশ হিসেবে এবার বিশ্বকাপে জায়গা করল ঘানা। এর আগে আফ্রিকা থেকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছিল আলজেরিয়া, মিসর, মরক্কো ও তিউনিসিয়া। এই দেশগুলো উত্তর আফ্রিকার, ঘানা পশ্চিমের।

আক্রায় পাওয়া এই জয়ে গ্রুপ 'আই'তে ঘানার পয়েন্ট ১০ ম্যাচে ২৫। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মাদাগাস্কার থেকে ৬ পয়েন্টে এগিয়ে আছে তারা। ৯ গ্রুপের রানার্সআপদের মধ্যে শীর্ষ চারে থেকে আঞ্চলিক প্লে—অফ নিশ্চিত করতে মাদাগাস্কারকে মালির বিপক্ষে জিততেই হতো। কিন্তু বামাকোতে গতকাল রাতে মালির কাছে ৪—১ গোলে হেরে লড়াই থেকে ছিটকে গেছে তারা।

ঘানা অবশ্য এই ম্যাচের আগেই নিজেদের পঞ্চম বিশ্বকাপ টিকিট নিয়ে অনেকটাই নিশ্চিত ছিল। ঘানাকে পেছনে ফেলে বিশ্বকাপ খেলতে মাদাগাস্কারকে গতকাল নিজেদের ম্যাচে জেতার পাশাপাশি পোষাতে হতো ৮ গোলের ঘাটতিও; সঙ্গে ঘানার হার তো আছেই। ফলে মাদাগাস্কারের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, তা শুধু কাগজে—কলমেই। তবে সে হিসাব—নিকাশে যাওয়ার প্রয়োজনই পড়েনি।

রোববার রাতের আরেক ম্যাচে মোহাম্মদ সালাহর নেতৃত্বে আগেই কোয়ালিফাই করা মিসর ১—০ গোলে হারিয়েছে গিনি—বিসাউকে। কায়রোয় ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন ডিফেন্ডার মোহাম্মদ হামদি। এর আগে বুধবার জিবুতির বিপক্ষে ৩—০ গোলের জয়ে গ্রুপ 'এ' থেকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছিল মিসর। একই গ্রুপ থেকে ইথিওপিয়াকে ২—১ গোলে হারিয়ে রানার্সআপ হয়ে প্লে—অফ খেলার আশায় আছে বুরকিনা ফাসো।

একইভাবে সম্ভাবনা টিকিয়ে রেখেছে নাইজারও, যারা জাম্বিয়ার বিপক্ষে জিতেছে ১—০ গোলে। তবে বুরকিনা ফাসো ও নাইজারকে নিজেদের চূড়ান্ত ভাগ্য জানতে মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সব ম্যাচ শেষ হলে তবেই জানা যাবে তারা বিশ্বকাপের দৌড়ে থাকছে কি না।

আফ্রিকার মোট নয়টি গ্রুপের মধ্যে এখনো চারটি গ্রুপের ভাগ্য নির্ধারণ বাকি আছে। আজ রাতে ইতিহাস গড়তে পারে কেপ ভার্দে। এসওয়াতিনিকে হারাতে পারলে তারা প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে।

২০২৬ বিশ্বকাপে আফ্রিকা থেকে বাছাই উত্তীর্ণ হয়ে সরাসরি জায়গা করবে নয়টি দল। ইন্টারকনফেডারেশন প্লে—অফের মাধ্যমে আরেকটি দলের বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ আছে।

জয় দিয়ে শিল্ড শুরু ইস্টবেঙ্গলের লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই গোল জয় গুপ্তের

জয় দিয়ে আইএফএ শিল্ড শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। বুধবার কল্যাণীতে শ্রীনিধি ডেকান এফসিকে ৪-০ ব্যবধানে হারাল লাল-হলুদ ব্রিগেড। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে অভিষেক ম্যাচেই গোল করলেন জয় গুপ্তা ম্যাচের আগের দিনই সহকারী কোচ বিনো জর্জ বলেছিলেন, সুপার কাপের আগে আইএফএ শিল্ডকে গুরুত্ব দিচ্ছেন তাঁরা। সেটা যে শুধু কথার কথা নয়, তা মাঠে প্রমাণ করেদিলেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারেরা। শ্রীনিধির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই আগ্রাসী ফুটবল খেলেন সাউল ক্রেসপো, হামিদ আহদাদেরা। ছোট ছোট পাস খেলে বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের পায়ে রাখার চেষ্টা করেন অস্কার ব্রুজোর ছেলেরা। বিদেশিহীন শ্রীনিধির বিপক্ষে একের পর এক আক্রমণ তৈরি করে ইস্টবেঙ্গল। ২১ মিনিটের মাথায় ফ্রিকিক পায় ইস্টবেঙ্গল। মিগুয়েলের শট শ্রীনিধি গোলরক্ষক বাঁচালেও ফিরতি বল থেকে গোল করতে ভুল করেননি সুযোগ সন্ধানী জয়। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে অভিষেক ম্যাচেই গোল করলেন গত মরসুমে আই

ওয়েস্ট ইন্ডিজের মান বাঁচাতে মাঠে নামলেন লারা! বিশেষ অনুরোধ করলেন যশস্বীকেও

রোস্টন চেজের দলের হয়ে মাঠে নামলেন ব্রায়ান লারা। বিশেষ অনুরোধ করলেন যশস্বী জয়সওয়ালকে। রসিকতার ছলে চেষ্টা করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের লজ্জা যতটা সম্ভব কমানোর।

০০:০১ ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট দেখতে এসেছেন লারা, ভিভ রিচার্ডসেরা। দর্শকাসনে থাকা দুই প্রাক্তনের হতাশা বেশ কয়েক বার ধরা পড়েছে টেলিভিশন ক্যামেরায়। তাঁদের আলোচনায় বার বার উঠে এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটারদের শট নির্বাচনে দুর্বলতার কথা। কখনও কখনও দেখা গিয়েছে, হাতের মুদ্রায় লারা দেখাচ্ছেন কী শট খেলা উচিত ছিল। নিজের দেশের ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে হতাশ হলেও যশস্বীর ১৭৫ রানের ইনিংস মুগ্ধ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন অধিনায়ককে।

রবিবার সকালে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, শনিবার খেলার শেষে তরুণ বাঁহাতি ওপেনারকে ১৭৫ রানের ইনিংসের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন লারা। লারাকে দেখে যশস্বী হেসে তাঁর দিকে এগিয়ে যান। বলেন, "স্যর কেমন আছেন?" লারা বলেন, "খারাপ নয়। আমি ভালই আছি।" যশস্বী আবার বলেন, "স্যর আপনি ভাল আছেন তো?" এর পর লারা বলেন, "দয়া কে তুমি আমাদের বোলারদের এত খারাপ ভাবে মেরো না।" উত্তরের যশস্বী বলেন, "না, ঠিক আছে। আমি শুধু চেষ্টা করছি।"

ব্যাটারদের মতো ভারতের পিচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের অবস্থাও খারাপ। উইকেট তো তুলতেই পারছেন না। তার উপর প্রচুর রানও দিয়ে ফেলছেন। ভারতীয় যশস্বীরা ব্যাট করছেন সাবলীল ভাবে।

জাগরণ 14 October, 2025, Tuesday আগরতলা ১৪ অক্টোবর ২০২৫ ইং, ■ ২৭ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com

■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

মহিলা, কৃষক, যুবক ও গরীব মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর চারটি অংশকে আরও উন্নত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছেন। এই চারটি অংশ হল মহিলা, কৃষক, যুবক এবং গরীব অংশের মানুষ। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন এই চারটি অংশের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে "এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত" গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মোহনপুর পুর পরিষদ কার্যালয়ের কালচার্যাল হলে ব্লকভিত্তিক পোষণ মাহ উদযাপন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের নিয়োগপত্র বিতরণ এবং বৌদ্ধিক দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য ঘোষিত প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের মধ্যে ভাতার অনুমোদনপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন।

মোহনপুর আইসিডিএস প্রজেক্ট কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং মোহনপুর পুরপরিষদ ও মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় আজ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কৃষিমন্ত্রী বলেন, মহিলাদের স্বশক্তিকরণ ও আত্মনির্ভর করতে পারলে দেশ দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। তেমনি কৃষক, যুবক ও গরীবদেরও আত্মনির্ভর করতে হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পাশাপাশি রাজ্যবাসীর সামাজিক উন্নয়নও করতে হবে। রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার সুবিধাভোগী ৩৫টি বিভিন্ন সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। তিনি বলেন, এর মধ্যে ৩২টি ভাতা রাজ্য সরকার দেয়। এজন্য বছরে ব্যয় হয় ৮৩০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। কৃষিমন্ত্রী বলেন, বৌদ্ধিক দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতিমাসে ৫ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। সারা রাজ্যে ৮৯১ জন বর্তমানে এই ভাতা পাচ্ছেন। মোহনপুর ব্লকে ১৫ জন এই ভাতা পাচ্ছেন। আরও ২১ জনের নাম অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর দেব, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য জয়লাল দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর আইসিডিএস প্রজেক্টের সিডিপিও দীপক চন্দ্র সরকার। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ ১৩ জন মহিলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা হিসেবে নিযুক্তিপত্র, ১৫ জন বৌদ্ধিক দিব্যাঙ্গ ভাতা প্রাপকদের অনুমোদনপত্র, ৫ জন গর্ভবতী মহিলাকে পুষ্টি উপহার, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা যোজনায় ২ জনকে চেক এবং মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার প্রকল্পে ২ জনকে ২ হাজার টাকা চেক তুলে দেন।

ধর্মনগর সাব-জেল পলায়ন কাণ্ডে রহিম আলী ফের জেল হাজতে

ধর্মনগর, ১৩ অক্টোবর: ত্রিপুরার উত্তর জেলার বহুল আলোচিত ধর্মনগর সাব-জেল পলায়ন কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া সাজাপ্রাপ্ত আসামী রহিম আলীকে তিন দিনের পুলিশি রিমান্ড শেষে সোমবার পুনরায় আদালতে তোলা হয়। আদালতের নির্দেশে তাকে ফের ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

সূত্রে জানা গেছে, পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে রহিম আলীর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, যা পলায়ন কাণ্ডের তদন্তে নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, দুর্গাপূজার নবমীর ভোরে কালিকাপুরস্থিত ধর্মনগর সাব-জেল থেকে মোট ছয়জন সাজাপ্রাপ্ত আসামী নাটকীয়ভাবে পালিয়ে যায়। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়।

এখন পর্যন্ত পুলিশ তিনজন পলাতক আসামী আব্দুল পাত্তা, নারায়ণ দত্ত ও রহিম আলীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এখনও বাকি তিনজন আসামী পলাতক, যাদের ধরতে জোরদার অভিযান চালানো হচ্ছে।

ঘটনার পর সাব-জেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার গলদ নিয়ে প্রশাসনের গাফিলতি সামনে আসায়, ইতিমধ্যেই ছয়জন জেল কর্মীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সরকার পক্ষের আইনজীবী বিশ্বজিৎ দাস জানান, সোমবার আদালতে রহিম আলীর পাশাপাশি একই মামলায় অভিযুক্ত হানু মিয়াকেও তোলা হয়। আদালতের নির্দেশে হানু মিয়াকেও তিন দিনের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, পলায়ন করা বাকি আসামীদেরও আগামী ১৬ অক্টোবর একত্রে আদালতে পেশ করা হবে।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস দিবস উপলক্ষে আগরতলায় সচেতনতা শোভাযাত্রা

আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস দিবস---২০২৫" উপলক্ষে আগরতলা পশ্চিম জেলার উদ্যোগে এক সচেতনতামূলক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। আজ সকালে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় জেলা কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

এই শোভাযাত্রার মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলার সহকারী জেলা শাসক অরূপ দেব, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা।

জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার জানান, দুর্যোগ মোকাবেলায় সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করে তোলার জন্যই এই বিশেষ দিবস পালন করা হয়। যারা দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বাস করেন, তাঁদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। নিজেদের এবং নিজেদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও জ্ঞান থাকা দরকার।

তিনি আরও বলেন, রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হচ্ছে যাতে জনগণ আগাম সতর্ক থাকতে পারে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর ১৩ই অক্টোবর সারা বিশ্বে পালিত হয় "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস দিবস", যার মূল লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের প্রভাব কমাতে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা।

রাষ্ট্রের নীতিতে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব সংকটে

এসআইআর ঘিরে গভীর ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা আমরা বাঙালির

আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও দেশভাগের বলি হয়ে বাঙালি জাতি আজও ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতালোভ, কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র ও প্রশাসনিক অবহেলার ফলে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব, সংস্কৃতি এবং নাগরিক অধিকার আজও প্রশ্নের মুখে। সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় সরকারের এসআইআর- এর মতো উদ্যোগ বাঙালিদের রাষ্ট্রহীন করার গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে বলে আশঙ্কা আমরা বাঙালির।

আমরা বাঙালির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতের মতো বহুদলীয় গণতন্ত্রে প্রতিটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় বসার জন্য নানা কূটনৈতিক বুদ্ধি ও প্রশাসনিক চাতুর্য্য ব্যবহার করে। দেশভাগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাঙালি জাতিকে যেভাবে বারবার দাবিয়ে রাখা হয়েছে, তা নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। ইতিহাসবিদদের মতে, দেশভাগের পূর্বে যেসব বিশ্বাসঘাতক দল ব্রিটিশদের সহযোগিতা করেছিল, তারাই স্বাধীনতার পর শাসনক্ষমতায় আসার সুযোগ পেয়েছে। সেই ষড়যন্ত্রের বলি হয়েই পূর্ববঙ্গ, সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনার মতো বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল ভারতের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

আরও বলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ যদি সর্বসম্মতভাবে দেশীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সহায়তা পেত, তবে দেশভাগ রোখা সম্ভব হতো। কিন্তু সে সময় অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃত্ব চায়নি বাঙালির হাতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা আসুক। নেতাজীর অন্তর্ধানের পর তাঁকে ও তাঁর উত্তরসূরিদের রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার পেছনে এই মনোভাবই কাজ করেছে বলে অভিযোগ।

অসমে এনআরসি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে 'ডি-ভোটার' তকমা দিয়ে রাষ্ট্রহীন করার চেষ্টা হয়েছে। একইভাবে, ত্রিপুরায় এডিসি আইনের মাধ্যমে জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়েছে। বিহারেও এসআইআর-এর নামে বিপুল সংখ্যক বাঙালির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ছে। যদিও কেন্দ্র সরকার হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল, বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। বরং সিএএ এখনো প্রয়োগে অনিশ্চয়তা, এনআরসি ও এসআইআর-এর চাপের মাঝে বাঙালিদের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। স্বাধীন ভারতে যখন বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠিত হয়েছে, তখন বাঙালির জন্য আলাদা কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বাংলাভাষীদের নিজ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেই আজ 'বাংলাদেশি' অপবাদে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে। অন্যদিকে, বাংলার ভূখণ্ডের একাংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে অসম, উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে। এর ফলে ধীরে ধীরে একটি জাতির ভাষা, কৃষ্টি ও ইতিহাস বিলুপ্তির পথে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কার্যালয়ের কাজকর্ম পর্যালোচনা করলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: আজ সোনারতরী সরকারি অতিথিশালায় পঞ্চায়েত দপ্তরের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কার্যালয়ের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মণ সভাপতিত্ব করেন। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে কি কি উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণ করা হয়েছে এবং অব্যয়িত অর্থ ব্যয়ে কি কি পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হবে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পর্যালোচনা সভায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় গ্রামীন জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে আগামী তিন মাসে কি কি কর্মসূচি রূপায়ণ করতে হবে তা দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, তিন মাস পর পরবর্তী পর্যালোচনা বৈঠকে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের সাফল্য পর্যালোচনা করা হবে। আজ এই পর্যালোচনা সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, বিধায়ক মীনারাণী সরকার, জিলা পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতি ও বিএসি"র চেয়ারম্যানগণ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা ও আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফি বৃদ্ধি ইস্যুতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সামনে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ

আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে গত ১০ অক্টোবর প্রায় ১৬টি ক্ষেত্রে শিক্ষাসংক্রান্ত ফি হঠাৎ করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজ এআইডিএসও-এর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সামনে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, শিক্ষা খাতে সরকার যেখানে সকলের জন্য সমান সুযোগের কথা বলছে, সেখানে সাধারণ পরিবারের পড়ুয়াদের উপর এই অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া অমানবিক। ফর্ম ফিলাপ, মার্কশিট, রেজাল্ট সংশোধন, সার্টিফিকেট সংগ্রহ সহ একাধিক ক্ষেত্রের ফি দ্বিগুণ বা তারও বেশি হারে বাড়ানো হয়েছে বলে তারা দাবি করেন।

সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অবিলম্বে ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা হলে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে। বিক্ষোভ শেষে একটি ডেপুটেশনও দেওয়া হয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্তৃপক্ষের কাছে।

'ধনতেরাস ও দীপাবলি' উৎসবের অফার ঘোষণা করল কিসনা ডায়মন্ড

আগরতলা, ১৩ই অক্টোবর: কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলার, আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনির নিকটে ৭ মন্ত্রীবাড়ি রোডে অবস্থিত- ত্রিপুরার অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য স্বর্ণ ও হীরার গয়নার ব্র্যান্ড তাদের আগরতলা স্টোরে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ঘোষণা করল বহু প্রতীক্ষিত 'ধনতেরাস ও দীপাবলি উৎসব ক্যাম্পেইন", যেখানে থাকছে নানা ধরনের বিশেষ ছাড়, অফার ও লাকি ড্র. যা চলবে ২রা নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল যিনি ধনতেরাস ও দীপাবলির শুভক্ষণে ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

গ্রাহকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলার এখন ত্রিপুরার উৎসবের আনন্দের অংশ হয়ে উঠেছে। আমি দলের নিষ্ঠা, মান এবং গ্রাহক আস্থার জন্য তাদের অভিনন্দন জানাই এবং সকলকে শুভ ধনতেরাস ও দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাই।'

:এই উপলক্ষে কিসনা আগরতলা স্টোরের ম্যানেজার সন্দীপ দেব গ্রাহকদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, 'আমাদের প্রতি যে ভালোবাসা ও বিশ্বাস আগরতলার মানুষ দেখিয়েছেন, তার জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। স্টোর লঞ্চের পর থেকে ত্রিপুরার মানুষের উষ্ণ প্রতিক্রিয়া আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদেরকে আপনাদের উৎসব ও ঐতিহ্যের অংশ করে নেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।'

এরপর শ্রী দেব চলমান উৎসব অফারগুলোর বিস্তারিত তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, 'কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারে আমরা সবসময় গ্রাহকদের সর্বোচ্চ মূল্য দিতে সচেষ্ট। আমরা নির্দিষ্ট টাকার ছাড়ের পরিবর্তে মেকিং চার্জে শতাংশ ভিত্তিক ছাড় দিই, যাতে স্বর্ণের দাম বাড়লেও গ্রাহকরা আরও বেশি উপকৃত হন। ধনতেরাস ও দীপাবলি উপলক্ষে আমাদের অফার ও আকর্ষণীয় লাকি ড্র-এর মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেতা পাবেন প্রকৃত অর্থে "ভ্যা ফর মানি"-এর অভিজ্ঞতা।'

চলমান ধনতেরাস ও দীপাবলি অফারের মূল আকর্ষণ (প্রযোজ্য ২রা নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) স্বর্ণের গয়নার মেকিং চার্জে সর্বোচ্চ ২৫ পর্যন্ত ছাড় থাকবে। হীরার গয়নার মেকিং চার্জে সর্বোচ্চ ৭৫ পর্যন্ত ছাড় থাকবে। 'শপ অ্যান্ড উইন' অফার কিসনা ডায়মন্ড ও গোল্ড জুয়েলারি ক্রয়ে একটি গাড়ি জিতে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। ২২৫,০০০ টাকার হীরার গয়না ক্রয়ে নিশ্চিত লাকি ড্র কুপন সহ ২৭০,০০০ টাকার স্বর্ণের গয়না ক্রয়ে নিশ্চিত লাকি ড্র কুপন। এছাড়াও পুরনো স্বর্ণের সম্পূর্ণ মূল্যে এক্সচেঞ্জ সুবিধা। ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় ডায়মন্ড প্রদর্শনী উপভোগ করতে সকলকে আহবান জানানো হয়েছে।

এই সময়ে সন্দীপ দেব কিসনার সর্বশেষ স্বর্ণ ও হীরার সংগ্রহও প্রদর্শন করেন এবং সবাইকে আগরতলা স্টোরে এসে 'বিগেস্ট ডায়মন্ড এক্সিবিশন' উপভোগের আমন্ত্রণ জানান। তিনি সমাপ্তি বক্তব্যে বলেন, 'আমরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারের সঙ্গে এই উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিতে। আগাম শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের সকলকে শুভ ধনতেরাস ও উজ্জ্বল দীপাবলি।'

কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলার ত্রিপুরার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় গয়নার ব্র্যান্ড, যা তার উৎকৃষ্ট কারিগরি, মাননিশ্চয়তা ও গ্রাহক আস্থার জন্য পরিচিত। প্রতিটি উৎসবকে আরও বিশেষ করে তুলতে কিসনা উপস্থাপন করে কালজ স্বর্ণ ও হীরার সংগ্রহ।

ফের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: রাজধানী আগরতলার প্রাণকেন্দ্রে আবারও চুরির ঘটনা। টাউন প্রতাপগড়স্থিত রাম ঠাকুর পাঠশালা উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বিদ্যালয়ের আলমারি ভেঙে নগদ অর্থসহ নথিপত্র তছনছ করে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা।

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা লতা দেববর্মা জানান, গত শনিবার দুপুর প্রায় তিনটা নাগাদ বিদ্যালয় বন্ধ করে সবাই বাড়ি চলে যান। সোমবার সকালে বিদ্যালয়ে এসে দেখা যায়, প্রধান দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় সদর থানায়।

পরবর্তীতে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের মোট নয়টি আলমারি ভেঙে ফেলেছে চোরেরা। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র তছনছ করার পাশাপাশি, আলমারিতে থাকা প্রায় ২৫ হাজার টাকা নগদ অর্থ উধাও হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য সামগ্রীও নিখোঁজ হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক কালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একের পর এক চুরির ঘটনা রাজ্য জুড়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

পালিয়ে গেল দুই সন্তানের জননী

আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: পরকীয়া লিপ্ত হয়ে পালিয়ে গেল দুই সন্তানের জননী। এমনই অভিযোগ পূর্ব মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন স্বামী। ঘটনা নন্দননগর পালপাড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে ঐ মহিলার স্বামী মৃদুল মিয়া জানিয়েছেন, ২৮শে সেপ্টেম্বর ঘরে থাকা স্বর্ণালংকার এবং নগদ কিছু অর্থসহ পালিয়ে যান ওই মহিলা। সঙ্গে তার দুই সন্তান ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে গেছেন। পরবর্তী সময় বহু খোঁজ খবরের পর মৃদুল জানতে পারেন তার স্ত্রী সন্তানদের তার শ্বশুরবাড়িতে রেখে পর পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে গেছেন। এদিকে স্বর্ণালংকার নগদ অর্থসহ নিজের সন্তানদের ফিরে পেতে থানার দারস্থ্য হয়েছেন ঐ ব্যক্তি। তার দাবি, স্বর্ণালংকার নগদ অর্থসহ তার শিশুদের ফিরিয়ে দিতে হবে। জানা যায় হৃদয় নামে একটি ছেলে ওই মহিলার বাড়িতে গাড়ি চালাতে আসতো।

উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান

আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: নীতি আয়োগের উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আজ অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এই উদ্যোগে অংশ নেয় ত্রিপুরার উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। তাঁরা জানান, নীতি আয়োগের এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুনত্ব, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং স্বদেশী চেতনা জাগ্রত করা। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিশেষভাবে উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়, পিএম শ্রী সাব্রুম বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উদয়পুর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় এই তিনটি বিদ্যালয় "স্পটলাইট স্কুল" হিসেবে নির্বাচিত হয়।

জানা গেছে, কর্মসূচির বার্তা পাওয়ার পর প্রতিটি বিদ্যালয়েই একটি বিশেষ দল গঠন করে প্রস্তুতি নেওয়া হয়। উমাকান্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এদিন 'আত্মনির্ভর ভারত' বিষয়ক একটি মডেল প্রদর্শন করে যা সকলের প্রশংসা কুড়ায়।

সারা দেশের মধ্যে মোট ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮২০ জন ছাত্রছাত্রী সক্রিয়ভাবে এই ইভেন্টে অংশ নেয়।

বিশেষ গর্বের বিষয়, উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র সরাসরি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ পায়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এদিনের ইভেন্ট নিয়ে উচ্ছ্বাস ও গর্বের আবহ লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকমণ্ডলীও আশা প্রকাশ করেন, এমন উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের নতুন চিন্তা ও আত্মনির্ভরতার পথে আরও উৎসাহিত করবে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী পদযাত্রার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ অক্টোবর: ভারতের লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী সর্দার ৫১৫০ ইউনিটি মার্চ শীর্ষক পদযাত্রার আয়োজন করা হবে। কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের "মাই ভারতের" উদ্যোগে ৩১ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্য স্তরে এবং ২৬ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত জাতীয় স্তরে এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিকু রায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, যুব সমাজের মধ্যে ঐক্য, দেশপ্রেম ও নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলাই এই পদযাত্রার মূল লক্ষ্য। গত ৬ অক্টোবর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী ড. মনসুখ মান্ডবিয়া "মাই ভারত" ডিজিটাল পোর্টালের এই কর্মসূচির প্রচারাভিযানের সূচনা করেন। এতে সোশ্যাল মিডিয়ায় রিল প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ লেখার প্রতিযোগিতা এবং সর্দার ৪১৫০ ইয়ং লিডার্স প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই কর্মসূচিতে ১৫০জন বিজয়ী জাতীয় পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন। এই জাতীয় পদযাত্রা ২৬ নভেম্বর সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্মস্থান কারমসদ থেকে শুরু হবে। শেষ হবে ৬ ডিসেম্বর কেভারিয়াস্থিত স্ট্যাচু অব ইউনিটিতে। এই পদযাত্রায় মোট ১৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা হবে। এই সময় যাত্রাপথের বিভিন্ন গ্রামে সামাজিক কাজের পাশপাশি ১৫০টি স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হবে। ক্রীড়ামন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যস্তরে এই পদযাত্রা ৩১ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। এই সময় প্রতিটি জেলায় ৮-১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজে সেমিনার, ক্যুইজ অনুষ্ঠিত হবে। স্বদেশী মেলা, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, নেশামুক্ত ভারত ও ভারত নির্মাণের শপথ গ্রহণও আয়োজিত হবে। পদযাত্রার সময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি বা প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সনদ বিতরণ করা হবে। এই কর্মসূচি আয়োজনে শিক্ষা দপ্তর, বন দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, আরক্ষা দপ্তর সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব, এন.এস.এস, এন.সি.সি. থাকবে। সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রীড়ামন্ত্রী সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, অধিকর্তা এল, ডার্লং, যুব বিকাশ কেন্দ্রের অধিকর্তা বিমল পাঠক শাহ ও মহারাণী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি বিপিন দেববর্মা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas